www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201905
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা
জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা-১২৪
মোবাইল - ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা, ৪ ফাল্গুন - ১০ ফাল্গুন, ১৪২৪ ঃ ১৭ ফেব্রুয়ারি - ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 17, 17 February - 23 February, 2018 ৬ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

INDO KIDS INTERNATIONAL

AT BRAMHAPUR

ADMISSION GOING ON

Mr. R.K Singh
Chairman, Indo Kids International School

Mrs. Sudha Singh
Principal

Indo Kids International School (IKIS) is a well known educational Institution launched by R.K Group, that takes pride in holistic & innovative learning methods which have helped them raise the bar in the field of education. This english medium pre school offers host of other supplementary activities that children can enroll in to enhance their skill set. The curriculum is based on the play way method of learning. The pre school was founded in 2012 which is situated in the suburbs of Narendrapur, Elachi. R.K group has been a pioneer in the educational system for more than 11 years now. The group is presenting a chain of schools in India & Abroad. We have branches in Kolkata , Karnataka, Bihar & Jharkhand. Also we give out franchise with minimum fees & no renewal fees.

Admission Age : From 2 to 6 years. ● Medium : English ● Location : Bramhapur, Kolkata

Contact : 9163488054 / 9674066366 / 9674979729

ইন্দো কিডস্ ইন্টারন্যাশনাল

ব্রহ্মপুর

ভর্তি চলছে

কলকাতার খুব কাছে নরেন্দ্রপুরের এলাচিতে ২০১২ সালে আর কে গ্রুপ প্রতিষ্ঠিত জনপ্রিয় ইন্দো কিডস্ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল (আইকেআইএস) আবিষ্কৃত নতুন শিক্ষাপদ্ধতি এই প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন উচ্চতায় স্থাপিত করেছে। প্রথাগত পড়াশুনা ছাড়াও অন্যান্য কার্যক্রম শিশুদের প্রতিভা বিকাশে নয়া দিগন্ত উন্মোচনের আহ্বান। খেলার মাধ্যমে নতুন পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়।

দীর্ঘ ১১ বছর ধরে আর কে গ্রুপ শিক্ষাক্ষেত্রে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। ইতিমধ্যে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলের শাখা শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছে কলকাতা, বিহার, কর্ণাটক, ঝাড়খন্ড ও বিদেশের বিভিন্ন জায়গাকে। এমনকি সুলভ ফি'র ভিত্তিতে স্কুলের ফ্রানচাইজি দিতে আগ্রহী আর কে গ্রুপ।

মিঃ আর কে সিং, চেয়ারম্যান, ইন্দো কিড্স ইন্টারন্যাশনাল স্কুল

ভর্তির বয়স : ২ বছর থেকে ৬ বছর ● মাধ্যম : ইংরাজি ● স্থান : ব্রহ্মপুর, কলকাতা

যোগাযোগ ৯১৬৩৪৮৮০৫৪/৯৬৭০০৬৬৩৬৬/৯৬৭৪৯৭৯৭২৯

কারেকশন হতে পারে আরও, তবে সামাল দিতেও প্রস্তুত বাজার

পার্থসারথি গুহ

শেয়ার বাজার যে একটা কারেকশন করবে সেটা বোঝা যাচ্ছিল গত বছরের শেষ মুহূর্ত থেকেই। নতুন বছর অর্থাৎ ২০১৮–র শুরুটাই হয়েছিল বড় মাপের একটা ঝাঁকুনি দিয়ে। তাতে আবার কিছু সংস্কারপন্থী মানুষ চমকে উঠেছিলেন আগাম কোনও অশনি সঙ্কেতের কথা ভেবে। যদিও কারেকশন যে স্বাভাবিক নিয়মে আসবে তা জানা কথাই ছিল। কিন্তু কবে সেটা সংগঠিত হবে তা নিয়ে সন্দেহ থেকে যাচ্ছিল। সেইসব জল্পনার অবসান ঘটল অবশেষে। বহু প্রতীক্ষিত সেই সংশোধনী আরম্ভ হয়েছে ফেব্রুয়ারির একেবারের প্রথম থেকে। যাতে একধাক্কায় (রামধাক্কা বলাই ভালো) নিফটি ও সেনসেক্স বেশ ভালো রকমের পয়েন্ট খুইয়ে। ১১,২০০–র নিফটি ৯০০ পয়েন্টের বেশি হারিয়ে ও সেনসেক্স প্রায় ৩ হাজার পয়েন্টের মেদ ঝরিয়ে নেমে এসেছে অনেকটাই নিচে। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে কারেকশন কি ওভার?

এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো আমেরিকা তথা গোটা বিশ্বের অর্থনীতিতে যে সাময়িক মন্দা দেখা দিয়েছে তা যত দ্রুত কাটবে ততটাই তাড়াতাড়ি ভারত সহ অন্যান্য বাজার শুধরে যাবে। আর সেই কারেকশন বিশ্বব্যাপী যতটাই দীর্ঘায়িত হবে ততটাই নিচের দিকে ঝোঁক থাকবে তামাম বাজারের। যথারীতি ভারতের বাজারেও আপাতত এই চড়াই–উতরাইয়ের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হবে। এরকম অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই অর্থবাজারে ট্রেড করতে হবে খুব সাবধানে। কম দামে পাচ্ছি বলে হামলে কেনা যেমন চলবে না, তেমনই ভালো শেয়ার ঠিকঠাক দাম না পেলে বিক্রি করাটাও ঠিক হবে না। এক্ষেত্রে যেটা করা যেতে পারে সেটা হল সাপোর্টের জায়গায় বারংবার কেনো আর রেজিস্ট্যান্স দেখলেই বেচো। এই নীতি চালিয়ে

অর্থনীতি

যেতে হবে ততদিন যতদিন বাজার পুরোপুরি ঠিক হচ্ছে না। এই অস্থিরতা যেমন আশঙ্কা জাগাবে পদে পদে, ঠিক তেমনই ট্রেডিংয়ের নানা কলাকৌশলেও রপ্ত করে তুলবে সাধারণ লগ্নিকারীদের।

এই মুহূর্তে হয়তো নিফটি আরও খানিকটা নিচে আসলেও আসতে পারে। সেক্ষেত্রে ৯৭০০–৯৮০০ হবে খুব আকারের সাপোর্ট। অবশ্য এটা তখনই হবে যখন ১০ হাজার ভাঙবে। তার আগে হয়তো বারবার ১০ হাজারের মানসিক সাপোর্ট নিয়ে বাজার ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে। আর রেজিস্ট্যান্স বলতে আপাতত ১০,৭০০–১০,৮০০। অর্থাৎ ওপর নিচ মিলিয়ে ১ হাজার পয়েন্টের একটা জায়গার মধ্যে ঘোরাফেরা করবে সূচক। যতক্ষণ ওপরের জায়গাটার ওপর নিফটি না দাঁড়াতে পারছে সাবলীলভাবে ততদিন ওপরে গেলে বেচতে হবে একাধিকবার। আর ১০,৪০০–র কাছেপিঠে (অবশ্যই কড়া স্টপ লস দিয়ে) কিনে নিতে হবে সেটা। শেয়ারের ক্ষেত্রেও চেনা সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স মেনে কাজ করতে হবে এই মুহূর্তে।

বাজার অনেকটা পড়লেও সব শেয়ার যে একদম ব্যাপকভাবে পড়ে যাচ্ছে বা গিয়েছে তা কিন্তু নয় মোটেই। বরং বেশ কিছু মিডক্যাপভুক্ত শেয়ার এই অস্থিরতার মধ্যেও নতুন উচ্চতা খুঁজে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, তাদের চলাফেরায় যে বলিষ্ঠ ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা তাদের ত্রৈমাসিকে ফলাফলের গুণে বলীয়ান। আগামী দিনেও এই মিড ক্যাপ ও স্মল ক্যাপ সেক্টর যে চলবে তার ইঙ্গিতও পাওয়া যাচ্ছে ভরপুরভাবেই। তারসঙ্গে আবার আইটি ও ফার্মা আবার নতুন করে যে প্রাণ খুঁজে পাচ্ছে এটাও নিঃসন্দেহে একটা বড় ঘটনা। এর সঙ্গে কিছু লার্জ ক্যাপের শেয়ারও ভালো চলাফেরা দেখাতে শুরু করেছে। তবে এই কয়েকদিনে বিদেশিদের একটা বড় বিক্রি যেমন লক্ষ্য করা গিয়েছে তেমনই ভারতীয় ফান্ডগুলো আবার কেনা শুরু করেছে বড় আকারে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন, ৮ হাজারের নিফটি যে ১১ হাজারে পৌঁছায় তাতে কিন্তু বিদেশিদের থেকে দেশিদের অবদান অনেক বেশি। একমাত্র ডিসেম্বরের শেষ থেকে দেখা যায় বিক্রি শুরু করেছেন ডোমেস্টিকরা। সেটা প্রায় মাসখানেক চলার পর, অনেক লাভ ওঠাবার পর এবার আবার ডিআইআইরা মন দিয়েছেন চুটিয়ে কেনাকাটায়। সেজন্যই বড় ধরনের কারেকশন হলেও তা সামলে নিতে পারছে ভারতের অর্থবাজার। আগামীদিনেও এই প্রবণতা অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা প্রবল।

রেলে ৬২৯০৭৮ গ্রুপ ডি : কীভাবে আবেদন করবেন

৬২,৯০৭ জন গ্রুপ 'ডি' কর্মী নেবে রেল। নিয়োগ হবে গেটম্যান, পোর্টার, পয়েন্টসম্যান, ট্র্যাক মেন্টেনার (গ্রেড–ফোর) ও হেল্পার পদে। শুধু মাধ্যমিক পাশ হলেই কয়েকটি পদে আবেদন করা যাবে। যে–কোনও ট্রেডে আইটিআই কোর্স পাশ অথবা অ্যাক্ট অ্যাপ্রেন্টিসশিপের ট্রেনিং–প্রাপ্ত তরুণ তরুণীরাও আবেদন করতে পারেন। একযোগে প্রার্থী বাছাই করবে কলকাতা–সহ দেশের মোট ১৬টি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড (আর আর বি)। কম্পিউটার–ভিত্তিক একটিই পরীক্ষা হবে এপ্রিল–মে মাসে। এই পরীক্ষায় সফল হলে থাকবে দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা নিয়োগ হবে বিভিন্ন রেল এবং রেলওয়ে ওয়ার্কশপে। যে কোনও একটি আর আর বি–র শূন্যপদে আবেদন করবেন। দরখাস্তে ক্রমানুসারে পছন্দের পদ জানিয়ে দেওয়ার সুযোগ আছে।

উল্লেখ্য গত ১০ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় 'রেলে ৬২ হাজার গ্রুপ ডি' শীর্ষক সংবাদ আগাম এই চাকরির খবর জানানো হয়েছিল। এবার আর আর বি অনুসারে শূন্যপদ ও খুঁটিনাটি তথ্য সহ বিশদ খবর।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : হেল্পার (মেডিক্যাল), হসপিটাল অ্যাটেন্ড্যান্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট পয়েন্টসম্যান, গেটম্যান, পোর্টার, হামাল, সুইপার–কাম–পোর্টার পদের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক অথবা এনসিভিটি বা এসসিভিটি কর্তৃক স্বীকৃত আইটিআই কোর্স পাশ, অথবা এনসিভিটি কর্তৃক স্বীকৃত ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট।

হেল্পার/ইলেক্ট্রিক্যাল (ওয়ার্কশপ), হেল্পার/ইলেক্ট্রিক্যাল (এসি), হেল্পার/ইলেক্ট্রিক্যাল (জেনারেল সার্ভিস), হেল্পার/ইলেক্ট্রিক্যাল (পাওয়ার), হেল্পার/ইলেক্ট্রিক্যাল (ট্রেন লাইটিং), হেল্পার/ইলেক্ট্রিক্যাল (টি আর ডি), হেল্পার/ইলেক্ট্রিক্যাল (টি আর এস), হেল্পার/ব্রিজ, হেল্পার/সিভিল, হেল্পার/সিভিল (ওয়ার্কশপ), হেল্পার (পি ওয়ে), হেল্পার (ট্র্যাক মেশিন), হেল্পার (ওয়ার্কস), ট্র্যাক মেন্টেনার (গ্রেড ফোর), হেল্পার (মেকানিক্যাল), হেল্পার/মেকানিক্যাল (ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন), হেল্পার/মেকানিক্যাল (ডিজেল ইলেক্ট্রিক্যাল), হেল্পার/মেকানিক্যাল (ডিজেল ইলেক্ট্রিক্যাল), হেল্পার/মেকানিক্যাল (পাওয়ার), হেল্পার (এস অ্যান্ড টি), হেল্পার/এস অ্যান্ড টি (ওয়ার্কশপ), হেল্পার (সিগন্যাল) এবং হেল্পার (টেলিকমিউনিকেশন) পদের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক এবং সেইসঙ্গে এনসিভি কর্তৃক স্বীকৃত ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট। অথবা মাধ্যমিক এবং সেইসঙ্গে এনসিভিটি বা এসসিভিটি কর্তৃক স্বীকৃত আইটিআই সার্টিফিকেট।

যাঁরা ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছেন এবং রেজাল্টের জন্য অপেক্ষা করছেন তাঁরা আবেদন করবেন না। শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট হাতে থাকলে তবেই আবেদন করা যাবে। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা ও ডিগ্রিধারী এবং গ্র্যাজুয়েট অ্যাক্ট অ্যাপ্রেন্টিসরা আবেদন করবেন না।

শিক্ষাগত যোগ্যতা	কোন কোন পদে আবেদন করবেন
শুধু মাধ্যমিক যোগ্যতায়	হেল্পার (মেডিক্যাল), হসপিটাল অ্যাটেন্ড্যান্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট পয়েন্টম্যান, গেটম্যান, পোর্টার্র/হামাল/সুইপার–কাম–পোর্টার। অর্থাৎ শুধু মাধ্যমিক পাশ প্রার্থীরা অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময়ে পদের কলামে পছন্দের ক্রমানুসারে ওপরে বলা পদগুলি উল্লেখ করতে পারবেন।
মাধ্যমিক–সহ আই টি আই বা অ্যাক্ট অ্যাপ্রেন্টিস যোগ্যতায়	এ হেল্পার/ইলেক্ট্রিক্যাল (ওয়ার্কশপ), হেল্পার/ইলেক্ট্রিক্যাল (এসি), হেল্পার/ইলেক্ট্রিক্যাল (জেনারেল সার্ভিস), হেল্পার/ইলেক্ট্রিক্যাল (পাওয়ার), হেল্পার/ইলেক্ট্রিক্যাল (ট্রেন লাইটিং), হেল্পার/ইলেক্ট্রিক্যাল (টি আর ডি), হেল্পার/ইলেক্ট্রিক্যাল (টি আর এস), হেল্পার/ব্রিজ, হেল্পার/সিভিল, হেল্পার/সিভিল (ওয়ার্কশপ), হেল্পার (পি ওয়ে), হেল্পার (ট্র্যাক মেশিন), হেল্পার (ওয়ার্কস), ট্র্যাক মেন্টেনার (গ্রেড ফোর), হেল্পার (মেকানিক্যাল), হেল্পার/মেকানিক্যাল (ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন), হেল্পার/মেকানিক্যাল (ডিজেল ইলেক্ট্রিক্যাল), হেল্পার/মেকানিক্যাল (ডিজেল ইলেক্ট্রিক্যাল), হেল্পার/মেকানিক্যাল (পাওয়ার), হেল্পার (এস অ্যান্ড টি), হেল্পার/এস অ্যান্ড টি (ওয়ার্কশপ), হেল্পার (সিগন্যাল), হেল্পার (টেলিকমিউনিকেশন), (মেডিক্যাল), হসপিটাল অ্যাটেন্ড্যান্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট পয়েন্টসম্যান, গেটম্যান, পোর্টার/হামাল/সুইপার–কাম–পোর্টার।

বয়স : ১–৭–২০১৮ তারিখে ১৮ থেকে ৩১ বছরের মধ্যে হতে হবে। বয়সে তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ (তফসিলি হলে ১৫, ওবিসি হলে ১৩) বছরের ছাড় পাবেন। বিধবা, বিবাহবিচ্ছিন্ন ও আইনত স্বামীবিচ্ছিন্ন মহিলারা ৩৫ (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৪০, ওবিসিদের ক্ষেত্রে ৩৮) বছরের মধ্যে বয়স থাকলে আবেদন করতে পারেন। যাঁরা অ্যাক্ট অ্যাপ্রেন্টিসশিপের ট্রেনিং নিয়েছেন, তাঁরা বয়সে ট্রেনিংয়ের জন্য নির্দিষ্ট মেয়াদকালের ছাড় পাবেন। ২৫ বছর বয়সের আগেই যাঁরা অ্যাক্ট অ্যাপ্রেন্টিসশিপ কোর্স শুরু করেছেন, তাঁরা ৩৫ (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৪০, ওবিসিদের ক্ষেত্রে ৩৮) বছরের মধ্যে বয়স থাকলে আবেদন করতে পারেন।

প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া : প্রার্থী বাছাই হবে একটি কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা (সিবিটি), দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা ও নথিপত্র যাচাইয়ের মাধ্যমে। সবশেষে মেডিক্যাল এক্সামিনেশন।

কম্পিউটার–ভিত্তিক পরীক্ষায় ১০০টি অবজেক্টিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে। মাধ্যমিক মানের অঙ্ক, জেনারেল ইন্টেলিজেন্স এ রিজনিং, জেনারেল সায়েন্স এবং কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স–ভিত্তিক জেনারেল অ্যাওয়ারনেসের প্রশ্ন হবে। সময় দেড়ঘন্টা। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং হবে।

সিবিটি–তে সফলদের মেধাতালিকা অনুসারে দৈহিক সক্ষমতা যাচাইয়ের পরীক্ষায় ডাকা হবে। দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে : ছেলেদের ক্ষেত্রে ৩৫ কেজি ওজন নিয়ে ২ মিনিটে ১০০ মিটার দূরত্ব অতিক্রম এবং ৪ মিনিট ১৫ সেকেন্ডে ১,০০০ মিটার দৌড়। মেয়েদের ক্ষেত্রে ২০ কেজি ওজনের কোনও জিনিস নিয়ে ২ মিনিটে ১০০ মিটার অতিক্রম এবং ৫ মিনিট ৪০ সেকেন্ডে ১,০০০ মিটার দৌড়। প্রতিটি ইভেন্টের জন্য একটিই সুযোগ পাওয়া যাবে।

দৈহিক প্রতিবন্ধীদের দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা দিতে হবে না। তাঁদের ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন : শুরুতে ১৮,০০০ টাকা। সঙ্গে প্রযোজ্য ভাতা (সপ্তম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন পে ম্যাট্রিক্সের লেভেল–ওয়ান অনুসারে)। এই নিয়োগের সেন্ট্রালইজড এমপ্লয়মেন্ট নোটিস নম্বর : 02/2018.

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে। যে কোনও একটি আর আর বি–র শূন্যপদে আবেদন করবেন। যে আর আর বি–র শূন্যপদে আবেদন করতে চাইছেন তার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দরখাস্ত করতে হবে। ১২ মার্চ পর্যন্ত অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে বসার আগে স্ক্যান করার পর সেভ করবেন এইসব নথিপত্র : (১) যেসব তফসিলি প্রার্থী পরীক্ষাকেন্দ্রে যাতায়াত বাবদ ফ্রি ট্র্যাভেল পাস পেতে চান

কাজের খবর

তাঁদের ক্ষেত্রে কাস্ট সার্টিফিকেট (ইমেজ সাইজ ৫০–১০০ কেবি)। (২) প্রার্থীর পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (ইমেজ সাইজ ২০–৫০ কেবি)। (৩) যেসব প্রতিবন্ধী প্রার্থী লেখকের (স্ক্রাইব) সাহায্য নিতে চান তাঁদের ক্ষেত্রে স্ক্রাইবের পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (২০–৫০ কেবি)। ২০১৭–র ১ ডিসেম্বরের আগে তোলা ফটো চলবে না। কোনওভাবেই আর আর বি পরিবর্তন করা যাবে না। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ভাবে রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া। নম্বরটি টুকে রাখবেন।

এবার পার্ট–ওয়ান ফর্ম পূরণ করতে হবে সম্পূর্ণ হলে ফি জমা দেওয়ার পালা। নেট ব্যাঙ্কিং অথবা ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে অনলাইনে এবং ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিস চালানের মাধ্যমে অফলাইনে ফি জমা দেওয়া যাবে।

ফি ৫০০ টাকা (মহিলা প্রার্থী, তফসিলি জাতি ও উপজাতি, দৈহিক প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী, রূপান্তরকামী, সংখ্যালঘু এবং আর্থিক দিক থেকে দুর্বল প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ২৫০ টাকা)। পরীক্ষায় বসলেই সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীদের ফি বাবদ দেওয়া এই ২৫০ টাকা (ব্যাঙ্ক চার্জ বাদ দিয়ে) ফেরত দেওয়া হবে।

যাঁরা অনলাইনে ফি জমা দেবেন তাঁরা সঙ্গে সঙ্গেই পার্ট–টু ফর্মে ঢুকে পড়তে পারবেন। এই ফর্মে আরও কিছু তথ্য জানাতে হবে। এই অংশেই পছন্দ অনুসারে পরপর পদের নাম জানিয়ে দিতে হবে 'সেট প্রায়োরিটি' বাটন ব্যবহার করে।

ফি জমার পরে পেমেন্ট কনফার্মেশন জানিয়ে দেওয়া হবে অনলাইনেই। যাঁরা ব্যাঙ্ক চালানের মাধ্যমে ফি জমা দেবেন তাঁরা অন্তত ১ ঘন্টা পরে লগ ইন করবেন পেমেন্ট জানার জন্য একটা গোটা দিনও অপেক্ষা করতে হতে পারে। পরীক্ষার কললেটার পাবেন সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট থেকেই। যাবতীয় মূল নথিপত্র পরে যাচাই করা হবে। অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল প্রার্থীদের ইনকাম সার্টিফিকেট এবং যেসব সংখ্যালঘু প্রার্থী ফি–য়ে ছাড় চাইবেন তাঁদের একটি ডিক্লারেশন জমা দিতে হবে নথিপত্র যাচাইয়ের সময়। প্রার্থী যে–ফটোটি অনলাইন দরখাস্তে ব্যবহার করবেন তার অন্তত ১২টি কপি সংগ্রহে রাখবেন। পরে দরকার হবে। নথিপত্রের বয়ান পাবেন সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে।

আর আর বি অনুসারে ওয়েবসাইটের তালিকা : আমেদাবাদ : www.rrbahmedabad.gov.in আজমের : www.rrbajmer.gov.in এলাহাবাদ : www.rrbald.nic.in ব্যাঙ্গালোর : www.rrbbnc.gov.in ভোপাল : www.rrbbpl.nic.in ভুবনেশ্বর : www.rrbedg.gov.in চেন্নাই : www.rrbchennai.gov.in কলকাতা : www.rrbkolkata.gov.in মুম্বই : www.rrbmumbai.gov.in পাটনা : www.rrbpatna.gov.in রাঁচি : www.rrbranchi.gov.in সেকেন্দ্রবাদ : www.rrbsecunderabad.nic.in

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৭ ফেব্রুয়ারি – ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

মেষ : আপনার পরিপূর্ণ কাজের মধ্যে বুদ্ধি ও দায়িত্বের পরিচয় পাওয়া যাবে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভ। বন্ধুদের সাহায্য পাবেন। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগ লক্ষিত হবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে মনের মতো ফল পাবেন না।

বৃষ : প্রচণ্ড মাথা গরম হবে কিন্তু আপনাকে সংযত হতে হবে। অতিরিক্ত রাগ জেদের জন্য বুদ্ধির ভুল হয়ে যাবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেবে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতি এবং ভ্রমণযোগ রয়েছে।

মিথুন : পায়ের ব্যথায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন না। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলার চেষ্টা করুন। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন।

কর্কট : কর্মস্থলে সতর্কের সঙ্গে চলতে হবে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে এগিয়ে না যাওয়াই ভালো। শিক্ষায় মনের মতো ফল পাবেন না। অতিরিক্ত খরচের জন্য সঞ্চয়ে বাধা। পিতার স্বাস্থ্যহানির যোগ। যোগ্যতা অনুযায়ী অর্থ আনয়নে বাধা আসবে।

সিংহ : বর্তমান সময়টি আপনার পক্ষে শুভ নয়। অকারণে বিরোধ–বিতর্ক লেগেই থাকবে। আত্মীয়–স্বজনদের এড়িয়ে চলুন। চাকরিতে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মন বসতে চাইবে না। প্রতারণার যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভ হলেও সাবধানে থাকবেন।

কন্যা : বিবিধ সমস্যা থাকলেও উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন। কোনরকম দায়িত্বের ঝুঁকি নেবেন না। গৃহে মাঝে মধ্যে কলহ–বিবাদ লেগে থাকবে, মায়ের শরীর ভালো থাকবে না। জমি–জমা ও ঘর–বাড়ি নিয়ে পূর্বের ঝামেলার অবসান হবে। শিক্ষায় ফল ভালো হবে।

তুলা : বেকারত্বের অবসান হবে। দৈব–দুর্ঘটনা ও রক্তপাতের যোগ রয়েছে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। লেখাপড়ায় মন বসতে চাইবে না, পতি–পত্নীর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেবে। জল থেকে সাবধান থাকবেন। পিতার স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন।

বৃশ্চিক : সাবধানে চলাফেরা করবেন। রক্তপাতের যোগ রয়েছে। অন্যের সঙ্গে কথা বলবেন খুব চিন্তা করে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন, ভাই বোনদের থেকে সাহায্য পাবেন। বাধার মধ্যেও শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে।

ধনু : পাকাশয়ের পীড়ায় ও ফুসফুস সংক্রান্ত রোগে কষ্ট পাবেন। শিক্ষায় মনের মতো ফল পাবেন না। সন্তানের শরীর নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। স্নেহ–প্রীতি লাভের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে সমস্যা থাকলেও আপনি আর্থিক উন্নতি করতে পারবেন।

মকর : মনের সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করুন। ঝামেলা–ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে চলতে হবে। সামান্য কারণেই মতবিরোধ দেখা দেবে। দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলিতে উপযাচক হয়ে এগিয়ে যাবেন না। কর্মস্থলে বিবিধ সমস্যা দেখা দেবে। লেখাপড়ায় আশানুরূপ ফল পাবেন না।

কুম্ভ : ভাই–বোনের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি ও ঝামেলা–ঝঞ্ঝাট মনকে বিক্ষিপ্ত করে তুলবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে খুব বেশি ভালো ফল পাবেন না। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে নতুন ভাবে এখন কিছু না করাই উচিত। ব্যবসা–বাণিজ্যে কিঞ্চিত লাভযোগ রয়েছে।

মীন : ক্রোধকে সংযত করুন। নতুন বন্ধু লাভের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় আশানুরূপ ফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে বিভিন্ন রকম সমস্যা আসবে। আধ্যাত্মিকতায় বিশেষ উন্নতি হবে। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। সন্তান বিষয়ে সুখ ও আনন্দ লাভ।

শব্দবার্তা ৬৬

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

২। বর্ধিত বা সঞ্চিত হচ্ছে এমন ৫। মহাদেবের মূর্তিবিশেষ ৭। এক মুসলমানি জামা ১১। আপন ১৩। তারাশঙ্করের বিখ্যাত গল্প, সত্যজিৎ রায়ের ছবি ১৪। গ্রন্থাদির ভূমিকা।

উপর–নীচ

১। প্রাক্তন অলরাউন্ডার ৩। সীমা ৪। ' — পরিলে গলে প্রতি ফুলে কেবা মনে রাখে' ৬। সঙ্গীতের এক রাগ ৮। (আল.) অতি অল্প খরচে বেশি কাজ দেয় এমন ব্যক্তি ৯। উপার্জন, আয় ১০। ফালাদির ত্বক ১২। সওয়াল করলে দেবেন।

সমাধান : শব্দবার্তা ৬৫

পাশাপাশি : ১। শহরাঞ্চল ৪। ঝোল ৬। কনীনিকা ৭। খদ্দর ৯। ঘোমটা ১১। দরদাম ১২। রক্ষা ১৩। মঙ্গলময়।
উপর–নীচ : ২। হদ্দমুদ্দ ৩। লশকর ৫। লংকাবাটা ৭ খরিদদার ৮ ধুমধাম ১০। মহাদ্রুম।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন
এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** — হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** — শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** — কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** — পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** — গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** — দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** — রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** — শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** — অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** — ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল — ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ — ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় — ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক — ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201905
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা, ৪ ফাল্গুন – ১০ ফাল্গুন, ১৪২৪ ঃ ১৭ ফেব্রুয়ারি – ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 17, 17 February - 23 February, 2018 ৬ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা
জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা–১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ফের শিশু নিগ্রহে উত্তপ্ত হল বিদ্যালয়। এবার দেশপ্রিয়

পার্কের কারমেল প্রাইমারি। জিডি বিড়লা, এমপি বিড়লার পর কারমেলেও পিতৃস্থানীয় শিক্ষক অভিযোগের কাঠগড়ায়। ঘোর কলি কি শেষের পথে?

রবিবার : মুখ্যমন্ত্রী শিল্পের জন্য পাগলের মতো ছুটে বেড়ালেও

সিন্ডিকেট দৌরাত্ম্য ঠেকাতে তিনি ব্যর্থ। আর এই ব্যর্থতার জন্য রাজ্যের শিল্পভাগ্যে শনির দশা কাটছে না। এই অপ্রিয় সত্যটাকেই ফের প্রতিষ্ঠিত করল বার্নপুর বিমানবন্দর। সিন্ডিকেট উপদ্রবে পিছিয়ে গেল উড়ান পরিষেবা।

সোমবার : মরবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে পাকিস্তান। জঙ্গিদের

মদত দিয়ে ভারতীয় সেনা শিবিরে হামলার ছক করে চলেছে প্রতিদিন। নবতম সংযোজন জম্মুর পুঞ্চ ওয়ান সেনা শিবির। সেখানে ঢুকে জইশ জঙ্গিরা সেনা আবাসনে আক্রমণ চালায়।

মঙ্গলবার : স্মার্ট ফোন ক্রমশ মারণ যন্ত্রে পরিণত হচ্ছে। প্রতিদিন

মোবাইল ফোনের ডাকে ঘটছে অগুন্তি দুর্ঘটনা। এবার মোবাইলে শর্ট ফিল্ম বানাবার পরিকল্পনায় রেললাইনে শুটিং করতে দিয়ে দমদম–বেলঘরিয়া স্টেশনের মাঝখানে প্রাণ দিলেন তরতাজা দুই কলেজ ছাত্র।

বুধবার : বাঘাযতীনের আন্ত্রিক আতঙ্ক ছড়াচ্ছে দক্ষিণ কলকাতা

জুড়ে। প্রথমদিকে মেয়র অস্বীকার করলেও এখনও পুরসভার জলই কাঠগড়ায়। বিভিন্ন পরীক্ষায় উঠে এসেছে দূষিত পানীয় জলের সরবরাহের তথ্য। কলকাতা পুরসভায় শুরু রাজনৈতিক তরজা।

বৃহস্পতিবার : আইএসআই–এর হয়ে চরবৃত্তির অভিযোগ আটক

করা হল মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরের এক লেফটেন্যান্ট কর্নেলকে। তার অ্যাকাউন্টের লেনদেনে নজরদারি চালিয়ে ধরা পড়ে বড় অঙ্কের আনাগোনা। এর পরেই প্রকাশ্যে আসে চরবৃত্তির খবর।

শুক্রবার : ফের আর এক বিজয় মালিয়া হয়ে দেখালেন নীরব

মোদী। পিএনবি থেকে ১১ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়ে পিঠটান নীরবের। ইডি তল্লাশিতে ইতিমধ্যেই বাজেয়াপ্ত হয়েছে ৫ হাজার ১০০ কোটির গয়না।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

গোয়েন্দা সূত্র বলছে

আগামী ভোটে সংঘর্ষ বাড়বে ক্যানিংয়ে

কুনাল মালিক : ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ মার্চ মাসের মধ্যেই ঘোষণা হতে চলেছে। মে মাসের শুরুতেই রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হতে চলেছে। ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করেছে সব রাজনৈতিক দল। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং মহকুমায় এক পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্যাপক সংঘর্ষের আশঙ্কা করছে গোয়েন্দা মহল।

সূত্রের খবর শাসক তৃণমূল দলের অন্দরে ব্যাপক গোষ্ঠীদ্বন্দ্বই এই সংঘর্ষের কারণ হবে। বিশেষ করে ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবা ব্লকে তৃণমূলের 'মাদার' ও যুব সংগঠনের মধ্যে কিছুতেই ঐক্যমত হচ্ছে না। খোদ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের শীর্ষ ব্লক নেতা–বিধায়কদের এব্যাপারে সতর্ক করেছেন। তা সত্ত্বেও প্রায়ই বাসন্তী–গোসাবায় রাজনৈতিক গোষ্ঠী কোন্দলে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে এলাকা। পঞ্চায়েত নির্বাচনে কোন গোষ্ঠীর লোকেরা 'টিকিট' পাবে সে নিয়ে বাধছে জোর বিতর্ক। প্রার্থী মনোমতো না হলে 'সাবোতাজে'র আশঙ্কা করছে দল। তার ওপর ক্যানিং মহকুমায় ধীরে ধীরে বিজেপি তার মাটি শক্ত করেছে। বিজেপি দলের উত্থানকে ঘিরে ধর্মীয় দাঙ্গার আশঙ্কা করছে গোয়েন্দা মহল।

সূত্রের খবর ইতিমধ্যেই সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় অস্ত্র ও বোমা মজুতের খবর আসছে পুলিশের কাছে এসবই যে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে উপলক্ষ করে জড়ো হচ্ছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নদীপথে ওপার বাংলা থেকে অবৈধ অস্ত্রসহ অনুপ্রবেশের আশঙ্কা করছে পুলিশ। তাই কোস্টাল থানাগুলোকে সতর্ক করা হয়েছে। ক্যানিং মহকুমার এক পুলিশ আধিকারিক জানান, প্রতিটি এলাকায় পুলিশ নজরদারি শুরু করেছে।

সংঘর্ষে উত্তপ্ত ক্যানিং

সুভাষ দাস : দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বাসন্তী থানার হেতালখালি গ্রামের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র রিয়াজুল মোল্লা ও হাসান লস্কর রাজনৈতিক হিংসায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। বর্তমানে কিছুটা হলেও ক্যানিং মহকুমা এলাকা শান্ত এবং ধীরে ধীরে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরছে। ইতিমধ্যে বৃহস্পতিবার আক্রান্ত আমরা ক্যানিং শহরে অবস্থান ও বিক্ষোভ কর্মসূচি গ্রহণ করে। এদিন সভার শুরুর আগেই উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি করে বলে অভিযোগ ক্যানিংয়ের তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের।বৃহস্পতিবার সকালে অম্বিকেশ মহাপাত্রের নেতৃত্বে আক্রান্ত আমরার দল এসে ক্যানিংয়ে পৌঁছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে ও স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের নাম ধরে ধরে কুৎসিত মন্তব্য করতে থাকে বলে অভিযোগ। কয়েকজন তৃণমূল কর্মী সমর্থক প্রতিবাদ করতে গেলে আচমকা আক্রান্ত আমরার লোকজন তৃণমূল কর্মীদের বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ তৃণমূল সমর্থকদের।

এরপরই নিজেদের আত্মরক্ষার তাগিদে তৃণমূল কর্মীসমর্থকরা আমরা আক্রান্তদের কে প্রতিহত করার চেষ্টা করলে ঘটনায় তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে আরো বচসা ও হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন আমরা আক্রান্তর সদস্যরা। রাকেশ দেবনাথ নামে এক তৃণমূলকর্মীকে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে আমরা আক্রান্তর সদস্যদের বিরুদ্ধে। মারধরের পালটা অভিযোগ করেছেন আমরা আক্রান্তর সদস্যরা। যার জেরে অম্বিকেশ মহাপাত্র সহ আমরা আক্রান্তর কয়েকজন সদস্য আহত হয়েছেন।আমরা আক্রান্তর সদস্যরা পরে ক্যানিং স্টেশনের দিকে চলে গেলে ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আহতদের কে নিয়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন পুলিশ। আমরা আক্রান্তর অম্বিকেশ মহাপাত্র বলেন, আমরা প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলাম। তখনই তৃণমূল কর্মীসমর্থকরা আমাদের উপর চড়াও হয়। আমরা তৃণমূল সমর্থকদের মারিনি। বরং তৃণমূলকর্মীরা আমাদেরকে বেধড়ক মারধর করেছে। তৃণমূল কর্মীদের মারধরের অভিযোগে আমরা আক্রান্তর ৭ কর্মীকে আটক করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

পুরবাসী ধুঁকছে, দিবাস্বপ্নে মেয়র

ওঁকার মিত্র : ট্রপিকাল আবহাওয়া, অপরিকল্পিত নিকাশি ব্যবস্থা, খাদ্যাভ্যাস, অসচেতনতার ফলস্বরূপ কলেরা থেকে কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া থেকে প্লেগ, আন্ত্রিক থেকে কুষ্ঠ কলকাতার রোগ পরম্পরা। দোর্দন্ডপ্রতাপ ব্রিটিশদের নাজেহাল করে ছেড়েছে এইসব রোগ। কোম্পানির আমলে তো বিলেত থেকে কর্মী–অফিসার–সেনা আসা বন্ধই হয়ে গিয়েছিল মারণ রোগের ভয়ে। ব্রিটিশ সার্জেনদের এক সমীক্ষায় উঠে এসেছিল এর জন্য দায়ী আবহাওয়া, অপ্রতুল নিকাশি ব্যবস্থা ও পানীয় জলের সংক্রমণ। পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রায় তিনশ বছর ধরে চেষ্টা করে গিয়েছে ব্রিটিশ। প্রথম দিকে শুধুই নিজেদের কর্মী ও সেনাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত করতে ও পরে 'নেটিভ' পাবলিকের স্বাস্থ্য পাল্টাতে একের পর এক উদ্যোগ নিয়েছে ব্রিটিশরাজ, কিন্তু তাও সামলাতে পারে নি। তবে বর্তমান মেয়রের মতো কখনও তারা অস্বীকারের অছিলায় দায় এড়ায়নি।

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় ১৭৫৭ সালে কোম্পানি ভারত শাসন

পুরসভায় মেয়রের পদত্যাগ চেয়ে রাজনৈতিক প্রতিবাদ। ছবি: উৎপল রায়

শুরু করার পর ১৭৮৫ সালে বাংলায় প্রথম স্থাপিত হয় স্বাস্থ্য দফতর। ১৭৯৬ সালে কলকাতায় গড়ে ওঠে প্রেসিডেন্সি জেনারেল হসপিটাল। এত করেও হিমসিম ব্রিটিশরাজ চিকিৎসকের যোগান বাড়াতে ১৮৩৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শুরু করে এশিয়ার প্রথম আধুনিক চিকিৎসার শিক্ষাকেন্দ্র ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ। এখানে হসপিটাল চালু হয় ১৮৫২ সালে। স্বাস্থ্য সমস্যাকে কখনও অস্বীকার না করে বরং স্বাস্থ্য পরিষেবাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে আন্তরিকভাবে। ব্রিটিশ ভারতে ১৮৮০ সালে হাসপাতাল ও ডিসপেনসারির সংখ্যা দাঁড়ায় ১২০০। ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা সামাল দিতে ১৯০২ সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫০০তে। পাল্লা দিয়ে বাড়ে রোগীর সংখ্যাও। ১৮৮০ সালে ৭.৪ মিলিয়ন রোগীর সংখ্যা ১৯০২ সালে দাঁড়ায় ২২ মিলিয়নে। ব্রিটিশদের এই প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল ভারত ছেড়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত। ১৯৩৭ সালে পাবলিক হেলথ কমিশনারকে সেক্রেটারি করে তৈরি করা হয় সেন্ট্রাল অ্যাডভাইসারি বোর্ড অফ হেলথ। ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তারা কলকাতা তথা ভারতে স্বাস্থ্য নিয়ে নানা সমীক্ষা চালিয়েছে।

আশা ছিল স্বাধীনতার পর দেশীয় শাসকদের হাতে স্বাস্থ্য সুরক্ষিত হবে। কিন্তু বাহাত্তুরে স্বাধীন ভারতে বাঘাযতীনের ডায়েরিয়া দেখিয়ে ছিল কলকাতার স্বাস্থ্যের আরও অধোগতি হয়েছে। আজও ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, কলেরায় নাজেহাল হয় কলকাতা। হারিয়ে যায় বহু প্রাণ। বার বার প্রমাণ হয়েছে কলকাতার স্বাস্থ্যে সরকারের উপস্থিতি প্রায় শূন্যতে ঠেকেছে। শহর জুড়ে পুরসভার স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো রক্তশূন্যতায় ভুগছে। গুটি কয়েক সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র যা আছে তাও তথৈব চ। তিলোত্তমার পুরো স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটাই বর্তমানে চলে গিয়েছে বেসরকারি হাতে। বিদেশি ও স্বদেশি শাসনের তুলনা করলে ঝাঁ চকচকে রাস্তাঘাট ও বাড়িঘর ছাড়া সবই প্রায় এক। এখনও নিকাশি সমস্যায় জর্জরিত এই শহরের মানুষ। রাস্তায় খোলা অস্বাস্থ্যকর খাবারে রাশ টানতে পারেনি শতাব্দী প্রাচীন পুরসভা।

কলকাতার রোগ ব্যাধি আগেও ছিল, এখনও আছে। চেষ্টা চলবে, ফলও হয়তো মিলবে কোনওদিন। কিন্তু ইতিহাসের পাপ হয়ে থেকে যাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা না করে অস্বীকার করার পুর মানসিকতা। কলকাতার বর্তমান মেয়র ও তার পারিষদদের এ এক নতুন ব্যাধি। ডেঙ্গু যখন মহামারিতে পরিণত হচ্ছে তখন পুরসভা চোখে ঠুলি লাগিয়ে নিজেদের দায় এড়াতে ব্যস্ত ছিল। এবারও ডায়েরিয়ার প্রকোপ দেখেও মেয়র প্যানিক সিনড্রোমে স্বস্তি খুঁজেছেন। তাঁর এই সুখ অবশ্য বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। পরীক্ষা নিরীক্ষা সেই পুরসভার সরবরাহ করা জলকেই আসামী বানিয়েছে। ভবিষ্যতের কামনা একটাই। রাজনৈতিক তরজা না করে এ থেকে শিক্ষা নিক কলকাতার পুরকর্তারা।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সাঁড়াশি চাপে বারাসতের উন্নয়ন

কল্যাণ রায়চৌধুরী : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের উন্নয়নের জন্য আপ্রাণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। বিভিন্ন প্রকল্প সৃষ্টি করে সেই সব খাতে বরাদ্দ ও ব্যয় করছেন কোটি কোটি টাকাও। কিন্তু বিভিন্ন এলাকার স্থানীয় নেতৃত্ব, পুরসভা ও পঞ্চায়েতগুলির একাংশ তাঁর সেই উদ্যোগে কার্যত জল ঢেলে দিচ্ছে নিতান্ত গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণে। এরকমই একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলা শহর বারাসত। এদিকে আর কিছুদিন পরে ঐতিহ্যশালী ও শতাব্দী প্রাচীন এই বারাসত পুরসভা দেড়শো বছরের গণ্ডি অতিক্রম করতে চলেছে। রাজ্যে পরিবর্তনের সরকার আসার পরে এই পুরসভাকে মডেল পুরসভা হিসেবে রূপদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও পুর প্রশাসনের পক্ষ থেকে তার কোনও কার্যকরী উদ্যোগ ও পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়নি বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিমত। ৩৫টি ওয়ার্ড বিশিষ্ট এই পুরসভার জনসংখ্যা প্রায় ১৮ লক্ষের কাছাকাছি। পুর প্রশাসনের পক্ষ থেকে বারাসতের আধুনিকীকরণ ও সৌন্দর্যায়নের কথা জানানো হলেও তার

বাস্তবায়ন মূলত সেই তিমিরেই বলে বাসিন্দাদের মন্তব্য। বারাসতের বিভিন্ন লেন ও গলিগুলোর নামকরণ সম্বলিত বোর্ড ও তোরণদ্বার নির্মাণের কাজ আজও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কার্যকর হয়নি। বরং বাম আমলে যে কয়টি প্রধান লেনগুলিতে তোরণদ্বার করা হয়েছিল, তার বেশিরভাগই আজ উধাও। বহিরাগত কেউ এলে তাকে প্রয়োজনীয় গলি ও ঠিকানা খুঁজতে রীতিমতো দুর্ভোগের শিকার হতে হয়। এর পাশাপাশি বিভিন্ন ওয়ার্ডের রাস্তাঘাটগুলোর অবস্থাও করুণ। দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে সেগুলির চেহারা চাষের জমির থেকে বেহাল হয়ে পড়েছে। এমন অনেক রাস্তাকে আজ দেখলে মনেই হবে না সেগুলি কোনওদিন পিচের ছিল। ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক কৃষ্ণনগর রোডের হেলাবটতলার কাছ থেকে বারাসত স্টেশন যাওয়ার যে সংযোগকারী ১০ নম্বর ওয়ার্ডের রাস্তাটি দীর্ঘ দিন ধরেই বেহাল। গত বর্ষার পর বাসিন্দারা আশা করেছিলেন রাস্তাটি শীতের মরসুমে সংস্কার হবে। এক প্রস্থ ইট, সুরকি ফেলা হলেও কার্যত সাধারণের চোখে ধুলো দেওয়া ছাড়া সংস্কারের কাজ কিছুই হয়নি। সামনে আবার বর্ষাকাল আসতে চলেছে। তাই বাসিন্দারা দুর্ভোগের প্রমাদ গুণছেন। আবার ঢাক ঢোল পিটিয়ে পরিচ্ছন্নতার কথা বলা হলেও কার্যত তাও প্রায় শিকেয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

রেলপথে কর্ণফোনের যুগলবন্দী চলছেই

পার্থ ঘোষ, বারাসত : কোনও ভাবেই বাঁধ মানানো যাচ্ছে না পথচারীদের, মোবাইল ফোনের প্রতি আকৃষ্টতা, আনুগত্য ও সর্বোপরি নির্ভরতা সাধারণ মানুষকে স্বাভাবিক গতিময়তা, বাস্তবতা থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে, পথচলতি মানুষও যাতায়াতের পথে মোবাইল ব্যবহার করছেন। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে, গাড়ি চালানো অবস্থায়, রাস্তা পারাপারেও মানুষজন মোবাইল ফোনের ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে পারছে না। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত সকলেই পুরোদস্তুর কথা চালাচালি করছেন নিষেধ উপেক্ষা করেই। কখনও কখনও গান শুনতেও দেখা যাচ্ছে অল্পবয়সী তরুণ তরুণীদের। সম্প্রতি বেলঘড়িয়ার মাঝে রেললাইনে শুটিং রত অবস্থায় মারা যায় সুনীল তাঁতি ও শৈশব দলুই নামে দুই ছাত্র। । ওই ছাত্রদ্বয়ের মৃত্যুতেও টনক নড়ছে না সাধারণ মানুষের। সুনীল তাঁতির পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে কানে মোবাইল দিয়ে রাস্তা পারাপার বা ঝুঁকি নিয়ে সেলফি তোলার বিরুদ্ধে ছিলেন সুনীল। তবু সেই সচেতন যুবক কীভাবে রেললাইনের ধারে শুটিং করতে গেল তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে তাঁতি পরিবারে। যে বন্ধু সুনীল ও শৈশবের ছবি তুলছিলেন সেই সৌম্যদীপও এখনও আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। তার কথায় সচেতন থাকলেও কীভাবে যে ট্রেন আসল আমরা কেউই টের পেলাম না। সচেতন থাকলেও আজও রেল পারাপারের ঝুঁকির যাত্রা চলছেই। শহর ও শহরতলির প্রায় সকলকেই ফোন হাতে কথা বলতে বলতে রেল পারাপার করতে দেখা যাচ্ছে। বারাসত, মধ্যমগ্রাম স্টেশনে মাইকে সাবধানবাণী দেওয়া হলেও তোয়াক্কা না করেই চলছে অবাধ পারাপার। বিভিন্ন বয়সের ছাত্রছাত্রী, অভিভাবকদের একাংশ। এরূপ চললে সাধারণ মানুষদের একটা অংশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে আছেন বই কি। সমাজকে সচেতন করতে হলে সমাজ একা চলবে না, চালাতে হবে সকলকে বলে অভিমত অধিকাংশের। ফোনও কানের প্রেম থামুক। তবে তা হোক স্থিতিতে, গতিতে নয়। সচেতনতার গতি বাড়ুক, কোনও কালের গতি নয়।

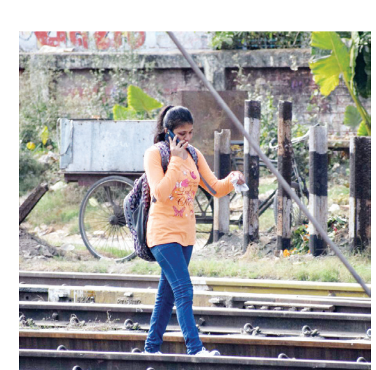

বাল্যবিবাহ রুখতে নয়া পন্থা স্কুলের

মেহেবুব গাজী, ডায়মন্ড হারবার : বাল্য বিবাহ রুখতে আরও একধাপ এগিয়ে এক অভিনব পন্থা নিল মথুরাপুরের কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুল। নাবালিকা ছাত্রীদের যাতে কম বয়সে বিয়ে দেওয়া না হয়, তারজন্য স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে একপ্রকার মুচলেকা দিতে হচ্ছে ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের। এই অঙ্গীকারের পরও যদি অভিভাবকরা কখনও তাদের নাবালিকা মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, তা জানতে পারলে ওই অঙ্গীকারপত্রকে হাতিয়ার করে পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা নিয়ে সেই বিয়ে রোখার পাশাপাশি অভিভাবকের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেবে স্কুল। তবে স্কুলের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন থেকে অভিভাবকদের একাংশ। তাদের দাবি, এভাবে প্রত্যেক স্কুল যদি কম বয়সী ছাত্রীদের বিয়ে রুখতে সচেতনতার পাশাপাশি এরকম বিশেষ পদক্ষেপ নেয়, তাহলে আগামী দিনে বাল্য বিবাহের সংখ্যা আরও কমবে।

মথুরাপুর ১ নম্বর ব্লকের বাসিন্দাদের অধিকাংশই কৃষিকাজের পাশাপাশি ফুলঝাড়ু ও জরির কাজ করে দিনগুজরান করেন। এমনকি এখানকার মহিলা থেকে যুবকেরা

স্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন মাইতি অভিভাবকদের বোঝাচ্ছেন। –নিজস্ব চিত্র

রোজ সকালে বাড়িতে বাড়িতে পরিচারিকা, টেলারিং ও চামড়ার কারখানা সহ ছোটখাটো কাজের জন্য শহর কলকাতায় পাড়ি দেয়। এলাকার বাসিন্দাদের অভাবের সুযোগ নিয়ে বাল্য বিবাহ ও নারী পাচারের আঁতুর ঘর হয়ে উঠেছে এই এলাকা। কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত সিংহভাগ মানুষ। রায়দিঘি বিধানসভার অন্তর্গত এই ব্লকে একাধিক পিছিয়ে পড়া গ্রাম রয়েছে। মূলত তপসিলি ও মুসলিম সম্প্রদায়ের বাস এই এলাকায়। তবে বাল্য বিবাহ রুখতে এই পদক্ষেপ প্রথম নয় কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুলের। বর্তমানে স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার। এর আগে স্কুলের প্রতিটি ক্লাসের পাঁচজন করে ছাত্রী নিয়ে 'স্বয়ংসিদ্ধা' নামে একটি দলও তৈরি হয়েছে। প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে ওই দলের ছাত্রীরা ছুটির দিনে প্রত্যেক গ্রামে গিয়ে নিয়মিত সচেতনতা শিবির করে। সেখানে কন্যাশ্রী প্রকল্পের সরকারি সুবিধার পাশাপাশি কম বয়সের বিয়েতে ক্ষতির দিকটাও তুলে ধরা হয়। তারপরও কোথাও বাল্য বিবাহের খবর পেলে 'স্বয়ংসিদ্ধা' দলের ছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে নাবালক নাবালিকাদের বাড়িতে পৌঁছে অভিভাবকদের বুঝিয়ে বিয়ে বন্ধ করেন প্রধান শিক্ষক। এভাবে গত এক বছরে ২০টি বাল্য বিবাহ রুখতে পেরেছে স্কুল। প্রত্যেকেই ওই স্কুলের ছাত্রী। প্রধান শিক্ষক চন্দন মাইতি বলেন 'এতগুলো বিয়ে আটকানোর পরও বেশ কয়েকজন নাবালিকা ছাত্রীকে তাদের অভিভাবকরা লুকিয়ে বিয়ে দিয়েছে। যখন আমরা খবর পেয়েছি, তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। তাই এবার নাবালিকা বিয়ে রুখতে আরও কড়া অঙ্গীকারপত্র বানানো হয়েছে। সেই অঙ্গীকারপত্রে স্কুলের সমস্ত কম বয়সি ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের স্বাক্ষর ও বাড়ির মোবাইল নম্বর দিতে বলা হয়েছে। তারপরও যদি অভিভাবকরা কখনও তাদের কম বয়সী মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, তা জানতে পারলে ওই অঙ্গীকারপত্রকে হাতিয়ার করে পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা নিয়ে বিয়ে রোখার পাশাপাশি অভিভাবকের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

স্বচ্ছ ভারত প্রকল্প প্রহসন বীরভূমে

অভীক মিত্র : বীরভূম জেলার মহকুমাশহর রামপুরহাট। গ্রামগঞ্জ থেকে প্রতিদিনই নানান কাজে কয়েকহাজার মানুষজন আসেন রামপুরহাট শহরে। বর্ধমান – সাহেবগঞ্জ লুপ রেললাইনের অন্যতম স্টেশন রামপুরহাট। রামপুরহাট স্টেশনে নেমে পুণ্যার্থীরা অটো, টোটো কিংবা গাড়ি ভাড়া করে তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দিতে যান। রামপুরহাট স্টেশন থেকে উত্তরবঙ্গ, হাওড়া, শিয়ালদহ, অন্ডাল, আজিমগঞ্জ দুমকা, পিনারগড়িয়া, বর্ধমান, রাজগীর, জয়নগর, আনন্দবিহার, চেন্নাই, সুরাট, কন্যাকুমারী, ডিব্রুগড় প্রভৃতি জায়গায় যাওয়ার ট্রেন পাওয়া যায়। সেইসব দিক দিয়ে বলতে গেলে, জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন রামপুরহাট। কামারপট্টি মোড়, বাসস্ট্যান্ড, পাঁচমাথা মোড়, ভাড়শালা মোড়, লোটাসপ্রেস মোড় হল রামপুরহাট শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা।

তৈরি হয়ে পড়ে রয়েছে পুরসভার শৌচাগার

এইসব স্থানের অভাব শুধু শৌচাগারের। রামপুরহাট পুরসভার উদ্যেগে রামপুরহাট লোটাসপ্রেস মোড় এবং পাঁচমাথা মোড়ে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে শৌচাগার তৈরি করা হয়েছিলো। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে তালাবন্দ অবস্থায় পড়ে আছে ওই শৌচাগার দুটি। ফলে সমস্যায় পড়েছে সাধারণ মানুষজন। বেশি অসুবিধায় পড়েছেন মহিলারা। সব জেনে শুনেও প্রশাসন নির্বিকার অভিযোগ স্থানীয় মানুষজনের।

'আলিপুর বার্তা'–র এক্সক্লুসিভ খবর শুনে সিপিএম জেলাকমিটির সদস্য সঞ্জীব বর্মন বলেন, 'আমরা বহুবার বলেছি কিন্তু পুরসভা কর্ণপাত করে নি। তুঘলকি রাজ চলছে, এর থেকে আর বেশি কী হবে?

এরপর পাঁচের পাতা

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ১৭ ফেব্রুয়ারি – ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

ধর্মের ধাঁধায় ধুন্ধুমার রাজ্যে

ধর্ম নিয়ে যে ধাঁধা সারা দুনিয়া জুড়ে রয়েছে তার কিছুটা ছোঁয়া এবার লাগল এই বঙ্গেও। হিন্দু সংগঠন কর্তৃক অন্য ধর্মের মানুষদের পুনঃধর্মান্তরিতকরণের যে কাজ হল সম্প্রতি তার জেরে ছড়িয়ে পড়ল হিংসা। যদিও সেই হিংসার বলি কিন্তু সাধারণ মানুষ নয় মোটেই। কতিপয় সাংবাদিক আক্রান্ত হওয়ায় এ খবর বেশি মাত্রা লাভ করল। আর তার জের হিসেবে হিন্দু সংগঠনের নেতা তপন ঘোষকে রীতিমতো গ্রেফতার করা হল। যার মধ্যে আপাতভাবে যবনিকাপাত ঘটলেও এর রেশ কিন্তু রয়ে যাবে বহুদিন। অন্তত সাধারণের সঙ্গে কথা বলে এমনটাই মনে হচ্ছে। তাছাড়া সংবাদমাধ্যমের যেসব প্রতিনিধি আক্রান্ত হন তা দুঃখজনক হলেও তাঁদের উদ্দেশ্য কতটা সাধু ছিল তা নিয়েও পালটা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কারণ গণমাধ্যমের একজন সেবক মাত্রই জানেন যে তাঁর নিজের ইচ্ছা বা সত্যিটা এখানে বড় কথা নয়। হাউজ যেভাবে চাইবে সেভাবে খবরটা উপস্থাপন করাটাই এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে সংবাদজগতের কাজ। সেক্ষেত্রে হয়তো দেশের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় বিপাকে পড়লেও কুছ পরোয়া নেহি। কিন্তু সংখ্যালঘুদের ওপর সামান্য আঁচ আসার সম্ভাবনা দেখা দিলেই শুরু হয়ে যায় যাবতীয় সতর্কতা ও প্রস্তুতি।

এর অন্যথা যে সাম্প্রতিক এই ধর্মান্তরিতকরণের ঘটনায় ঘটেনি তাও বেশ বোঝা যাচ্ছে। মনেই হচ্ছে এ রাজ্যে একটি দলের লাগাতার উত্থান ও সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের তাঁদের প্রতি সমর্থনকে নস্যাৎ করে দিতে এ যেন নতুন ব্লুপ্রিন্ট রচিত হয়েছে। আর তাতে ক্রীড়নক হয়ে উঠেছে বেশ কিছু স্বঘোষিত সাংবাদিক তথা মিডিয়াও। শাসক আনুগত্য পেতে পেতে ব্যাপারটা এমন জায়গায় গিয়েছে যে এখন চট করে আর এ রাজ্যের কোনও সংবাদমাধ্যমকে দেখা যাচ্ছে না রাজ্যের শাসক দলের কোনও কুকীর্তি সামনে আনতে। এর থেকে সরকারের স্তাবকতাই এখন যেন বড় হয়ে উঠেছে। এদের জন্য দুজনের উদাহরণ দেওয়াটা খুব জরুরি। একজন সাংসদ–সাংবাদিক ও দ্বিতীয়জন দুঁদে আইপিএস।এরা যতদি সরকারের কাছের ছিলেন তখন সাতখুন মাফ হয়ে যেত। অথচ তাঁরাই সামান্য বিরুদ্ধাচারণ করায় এখন তাঁদের বিরুদ্ধে রাজ্যের কি মনোভাব তা তো বেশ বোঝা যাচ্ছে। রাজ্যের প্রাক্তন এক দাপুটে মাও নেতার পরিণতি তো অনেকেই জানেন।

এই উদাহরণ টেনেই হয়তো 'দুষ্টুলোক'–রা বলে থাকেন কাজের বেলা কাজি, আর কাজ ফুরালেই পাঁজি। অর্থাৎ যতদিন গরু দুধ দিতে পারছে ভালো, না হলেই তাকে কসাইয়ের হাতে তুলে দিতে বিন্দুমাত্র সময় লাগবে না। সংখ্যালঘু তোষণের আড়ালে অবশ্য একটা ব্যালেন্সিং প্র্যাকটিসও সেরে রাখছে রাজ্যের শাসক ব্রিগেড। সেটা হল বিজেপি ও সিপিএমের মধ্যে ভোট বিভাজন আড়াআড়িভাবে অব্যাহত রাখা। যেটা চলতে থাকলে কোনওভাবেও শাসকের জয় কেউ আটকাতে পারবে না। জলজ্যান্ত উদাহরণ হিসেবে সবং, নোয়াপাড়া বা উলুবেড়িয়ার নজির রাখা যেতেই পারে। এর ফলে রাজ্যে একাধারে সংখ্যালঘু তোষণ, অপরদিকে সংখ্যাগুরুর বীরদর্প চলছে চলবে।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা সম্ভব নয়। তথাপি সকল যুগের সকল সম্প্রদায়ের ও সকল দেশের মানুষ কর্তব্যসম্বন্ধে কেবল একটি ধারণা একবাক্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং উহা এই সংস্কৃত শ্লোকার্ধে বর্ণিত হইয়াছে পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম।

ভগবদ্গীতা জন্ম ও অবস্থা (বর্ণাশ্রম)গত কর্তব্যের কথা বার বার উল্লেখ করিয়াছেন। বিভিন্ন কর্মের প্রতি কোন্ ব্যক্তির মনোভাব কিরূপ হইবে, তাহা ঐ ব্যক্তির বর্ণ, আশ্রম ও সামাজিক মর্যাদা অনুসারেই অনেকটা নিরূপিত হয়। এইজন্য আমাদের কর্তব্য, যে সমাজে আমরা জন্মগ্রহণ করিতেছি, সেই সমাজের আদর্শ ও কর্মধারা অনুসারে এমন কাজ করা যাহা দ্বারা আমাদের জীবন উন্নত ও মহৎ হয়। কিন্তু এটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সকল সমাজে ও সকল দেশে একপ্রকার

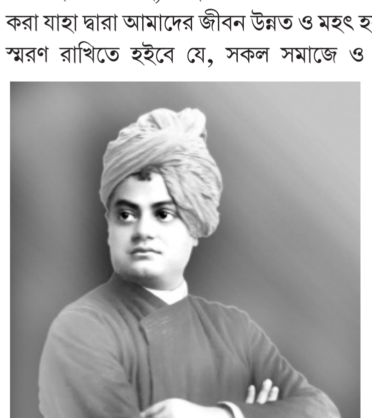

আদর্শ ও কার্যপ্রণালী প্রচলিত নয়। এই বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতাই এক জাতির প্রতি অপর জাতির ঘৃণার প্রধান কারণ। একজন মার্কিন ভাবেন, তাঁহার দেশের রীতিনীতি অনুসারে তিনি যাহা কিছু করেন, তাহাই সর্বাপেক্ষা ভাল এবং যে কেহ ঐ রীতি অনুসরণ করে না, সে অতি দুষ্ট লোক। একজন হিন্দু ভাবে, তাহার আচার ব্যবহারই শ্রেষ্ঠ ও সত্য, সুতরাং যে কেহ উহা অনুসরণ করে না, সে অতি দুষ্ট লোক। আমরা সহজেই এই স্বাভাবিক ভ্রমে পড়িয়া থাকি। ইহা বড়ই অনিষ্টকর, সংসারে যে সহানুভূতির অভাব দেখা যায়, তাহার অর্ধেক এই ভ্রম হইতেই উৎপন্ন।

আমি যখন প্রথম এদেশে আসি, তখন একদিন শিকাগো মেলায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, পিছন হইতে একজন লোক আমার পাগড়ি ধরিয়া এক টান মারিল। আমি পিছু ফিরিয়া দেখি, লোকটির বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড়–চোপড়, তাহাকে বেশ ভদ্রলোকের মতো দেখিতে। আমি তাহার সহিত দএকটি কথা বলিলাম, আমি ইংরেজি জানি বুঝিবামাত্র লোকটি খুব লজ্জিত হইল। আর একবার ঐ মেলাতেই আর একজন লোক আমাকে ইচ্ছা করিয়া ধাক্কা দেয়।

ফেসবুক বার্তা

ইনি হলেন দেশের পুণ্যবান মাতাদের একজন। ইনি শহিদ ভগত সিংহের মা। এই দুর্লভ ছবিটি প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করুন।

পরোক্ষে সরকারই উচ্চ বেতনভুক তোলাবাজের সৃষ্টিকর্তা নয় কী?

নির্মল গোস্বামী

মাথার টুপিতে অশোকস্তম্ভ। বুকে 'সত্যমেব জয়তে' লেখা ব্যাজ। এরা পুলিশের বড় অফিসার। কাজ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা। দুষ্টের দম আর শিষ্টের পালন। নিজেকে ওই যোগ্যতায় উত্তীর্ণ করতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। আইপিএস পরীক্ষায় পাশ করতে হয়েছে। তারপর দীর্ঘ শারীরিক ট্রেনিং পাশ করতে হয়েছে। নানান ধরনের অস্ত্রচালনা শিখতে হয়েছে। এরপর ওরা দেশের আইন শৃঙ্খলার রক্ষক হিসাবে চাকরিতে যোগদান করে মোটা টাকার বেতন সহ গাড়ি বাড়ি ঝি–চাকর সবই পায় সরকারি পয়সায়। আমরা কেউ স্যার বলে ম্যাডাম বলে পায়ে পড়ি। এস পি একটা জেলার হর্তাকর্তা বিধাতা। বর্তমানে একজন এসপি–র বেতন লাখের উপরে। চাকরি জীবনে যা জমবে এবং পরবর্তীকালে যা পেনশন পাবে তাতে করে ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত।

পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গা ও তার শাখানদী উপনদী বিধৌত দীঘ উর্বর পলিমাটি ও মনোরম জলবায়ুর কারণে উৎকৃষ্ট মানব ফসলের ফলন ভাল। অতীতে অনেক মনীষী, মহাপুরুষ, কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানীর ধাত্রীমাতা এই বাংলা। আবার প্রণম্র প্রাতঃস্মরণীয় নেতা জন্ম হয়েছে এই বাংলায়। বাংলার ধারাবাহিক সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য ভারতের বাকি অংশের থেকে বাংলার মানবিকতা একটু বেশি। এখানে ন্যায় ও সত্যচর্চার ক্ষেত্রের পরিসর প্রসস্ত। তাই বর্তমানে সব থেকে কর্মঠ ও সংবেদনশীল উন্নয়নকামী মুখ্যমন্ত্রী হলেন বাংলার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ হেন বাংলার বুকে ভারতী ঘোষদের জন্ম দেখে বাঙালি আতঙ্কিত ও লজ্জিত। অতীতে বাকি ভারতের বিভিন্ন অংশে ডিএম, এসপিদের ঘর থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কোনও রাজনৈতিক নেতা বা বড় অফিসার এমন কাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছে তা আগে শোনা যায়নি। কিছু দিন আগে বাম জমানায় বালি পুরসভার বিল্ডিং বিভাগের এক কর্মচারির বাড়ি থেকে কোটি টাকার সম্পত্তির হদিশ মিলেছিল ওই একমাত্র ঘটনা।

পশ্চিম মেদিনীপুরের কড়া এসপি ভারতী ঘোষ। তিনি একটানা ৬ বছর একই স্থানে পোস্টিং ছিলেন। জঙ্গল মহলের অশান্ত পরিবেশকে শান্ত করেছেন। মাওবাদীদের মাজা ভেঙে দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর অত্যন্ত সুনজরে ছিলেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে জঙ্গলমহলের 'মা' বলে সম্বোধন করে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন। বিরোধীরা বলে যে ভারতী ঘোষ তৃণমূলের সক্রিয়কর্মীর মতো কাজ করেছেন। বিরোধীদের মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে তৃণমূলে যোগ দিতে বাধ্য করেছেন। প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস নেতা মানস ভুঁইয়া প্রকৃষ্ট উদাহরণ। খড়্গপুর পুরসভায় জেতা বিজেপির সদস্যদের ভয় দেখিয়ে তৃণমূলে এনেছেন। শ্রীনু হত্যা মামলায় বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষকে ফাঁসাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। পুলিশ দিয়ে বিরোধীদের জব্দ করার একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের দেশে। পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে এ জিনিস নেই। একটা স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিকদের এই অধিকার থাকা উচিৎ যে পুলিশ আদালত গ্রাহ্য প্রমাণ ছাড়া কাউকে গ্রেফতার করতে পারবে না। কিন্তু আমাদের রীতি অন্য পুলিশ যদি মনে করে কাউকে ডাকাতি কেসে ফাঁসিয়ে দিতে পারে। তখন তাকেই প্রমান করতে হবে যে সে ডাকাত নয়। স্বাধীন ভারতে কেন ব্রিটিশদের তৈরি পুলিশ আইন থাকবে? ১৮৯৪ সালের জমি অধিগ্রহণ আইন যেমন বাতিল হয়েছে তেমনি সাম্রাজ্যবাদী শাসকের পুলিশ আইন বাতিল করতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট একবার রায় দিয়েছিল যে দেশের পুলিশবাহিনী হচ্ছে সশস্ত্র সংগঠিত গুণ্ডাবাহিনী। অতীতে পুলিশ আইন সংস্কারের জন্য কমিশন গঠিত হয়েছে। সেই কমিশন তাদের সংস্কারের রূপরেখা জমা দিয়েছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় হল যে আজ পর্যন্ত কোনও দল তা কার্যকর করার দাবি তোলেনি। তারা জানে তারা যখন ক্ষমতায় থাকবে তখন এই আইনের সুবিধা ভোগ করে রাজত্ব চালাবে। এ রাজ্যে পুলিশি নির্যাতনের অনেক ঘটনা আছে। নকশাল দমন থেকে তেভাগা আন্দোলন দমন করতে পুলিশ অনেক অমানুষিক নির্যাতন করেছে। কিন্তু একজন এসপি তোলা তুলছে এ জিনিস এ বঙ্গে একমাত্র মা–মাটি–মানুষের সরকারের আমলেই ঘটছে।

তোলাবাজির অভিযোগে অভিযুক্ত প্রাক্তন এসপি। একজন স্বর্ণ ব্যবসায়ীর থেকে ৩৫০ গ্রাম সোনা নিয়ে টাকা না দেওয়ার অভিযোগে ভারতী ঘোষের সাত আট বাড়িতে তল্লাশি করছে সিআইডি। আবার আর একজন আদালতে মামলা করেছে যে তার গাড়িতে ৪৫ লক্ষ টাকা ছিল। গাড়ি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হলে ওই টাকা নিয়ে যায় আর ফেরত দেয়নি। সরকার এই অভিযোগকে মান্যতা দিয়ে তল্লাশি করছে। ইতিমধ্যেই প্রায় আড়াই কোটি টাকা নগদ সোনাদানা এবং বস্তা ভর্তি নথি দস্তাবেজ উদ্ধার হয়েছে। ভারতী ঘোষ এই তল্লাশি নিয়ে ফেসবুকে আইনি প্রশ্ন তুলেছেন। ঠিক কি কারণে মা–মেয়ের মধুর সম্পর্ক তিক্ত হল তা বোধহয় সাধারণ মানুষ জানতেই পারবে না কোনও দিন। তবে এটা নিশ্চিত যে সম্পর্কের ফাটল ধরেছে বলেই এই অভিযান। ওপর তলার অফিসারদের দুর্নীতি ধরার জন্য যে সরকার আগ্রহী নয়– এই সত্য অতীতে প্রমাণিত হয়েছে। আর এক এসপি মির্জা নারদ কর্তার থেকে টাকা নিচ্ছে পার্টির জন্য এ দৃশ্য পৃথিবীর লোক দেখল। কিন্তু সরকার কোনও পদক্ষেপই করল না। উল্টে সিবিআই তদন্ত যাতে না হয় তার জন্য সুপ্রিম কোর্টে গেল। আইনমন্ত্রী নিজে মিছিল করল। শিলিগুড়ি উন্নয়ন পরিষদের কোটি কোটি টাকা তছরূপের অভিযোগে এক এসপি জয়রামন–এর ডিমোশান হল। এই যে ভারতী ঘোষ যত দিন 'আমার' লোক ছিল ততদিন সাত খুন মাফ! তোলাবাজি তো চাকরি ছাড়ার পর করেননি। চাকরি থাকতে থাকতে তোলাবাজি করেছে। সরকার তাহলে চুপ করে ছিল কেন? আসলে ওই দেওয়া নেওয়ার সম্পর্ক। একজন এসপি যখন আইনের বাইরে গিয়ে শাসকের হয়ে কাজ করে। তখন বুঝতে হবে যে আর পাঁচটা কাজ নিজের স্বার্থে করবে। এবং সেই তোলাবাজির ছাড়পত্র তাহলে এতোদিন দিয়ে এসেছে সরকার! কলকাতার সিআইডি–র নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন নেই। তারা কেন্দ্রীয় কর্মচারী কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট্রের চেয়ারম্যান কাঁহালোকে হাতে নাতে ঘুষ নেওয়া ধরতে পারে। তারা ইডি অফিসারের সঙ্গে রোজভ্যালির কর্তার স্ত্রী মাখামাখা সম্পর্কের ফুটেজ জোগাড় করতে পারে আর এসপি তোলাবাজি করছে এটার খোঁজখবর যে রাখে না তা কিন্তু নয়। একটা কথা আছে নয়, 'কর্তায় ইচ্ছায় কর্ম।' তাই কর্তার ইচ্ছা হয়নি বলে চাকরি থাকাকালীন অবস্থায় ভারতী ঘোষ কুকর্ম করেও নিরাপদ ছিল। সরকারি কর্মচারীদের দুর্নীতি দমন শাখা আছে, ভিজিলেন্স আছে। তারা কী করছিল? পশ্চিমবঙ্গে একজন সৎ প্রাক্তন এস পি নজরুলের কী অবস্থা আমরা তা জানি। বুদ্ধবাবুর শুভ্র পোষাক পরিহিত সত্ত্বেও নজরুলের সততাকে গ্রহণ করতে পারেনি। সংঘাত হয়েছে। আবার সততার প্রতীক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী হয়ে নজরুলকে রেল প্রশাসনের পদে বসায়। কিন্তু মমতার সঙ্গেও সংঘাত বাঁধে। সরকার ভিজিলেন্স বসায়। নজরুল কোথাও মাথা নত করেনি। তিনি ফুল পেনশনও বর্তমানে পান না। এ থেকে কী বার্তা আমরা পেতে পারি। আমাদের সরকার চায় অসৎ এসপি থাক। তবেই তারা দলের হয়ে কাজ করবে। তাতে যদি দু এক কোটি তোলা তোলে তাতে কার কী! যেমন রাস্তায় দাঁড়িয়ে ট্রাফিক পুলিশ হাত বাড়ায়। যেমন হাই রোডে জিপ নিয়ে পুলিশ তোলা তোলে। যেমন প্রতিটা থানায় ডাক হয় লক্ষ লক্ষ টাকার। ডাকবাবু ডেকে নিয়ে সে এলাকায় অবৈধ কারবারীদের থেকে তোলা তোলে। এ সব ঘটনা ৩৪ বছরে যেমন ছিল আজও তাই আছে– জনগণেরও গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। নিন্দুকেরা বলে যে পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র বর্দ্ধনশীল শিল্প হল তোলাবাজি। এ রাজ্যের তোলাবাজির দাপট পড়শী রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীকেও নাড়া দিয়েছিল একসময়। তারপর যে কে সেই। উচ্চ বেতনভুক কর্মচারীরা তোলাবাজীতে সরকারের সহায়তায় আমরা সাময়িক হতবাক হলেও অভ্যস্ত হয়ে যাব একসময়। অতীত গৌরব, বিবেক, মানবতা, গণতান্ত্রিক নাগরিক অধিকার এ সব নাই বা মনে রাখল মানুষ! বেঁচে থাকার ভাতা পেলেই রাষ্ট্রের জয় গান গাইবে মানুষ।

বিশ্ব উষ্ণায়নে দায়ী আমরাই

এই পৃথিবী ও তার সমস্ত জীবকুল একটা কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীপৃষ্ঠের তাপমাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, পাহাড় ও মেরুর বরফ গলে যাচ্ছে, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে, মরুভূমির ক্ষেত্রমান বৃদ্ধি পাচ্ছে, ঝড়ের প্রকোপ বাড়ছে, বৃষ্টি কমে আসছে, মোট কথায় এই পৃথিবী, আমাদের একমাত্র বাসভূমি দিন দিন বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ছে। শুধু মানুষ নয় ক্রমশ অন্যান্য প্রাণীদের পক্ষেও এই গ্রহে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়ছে? ইতিমধ্যে অনেক প্রাণী তো অবলুপ্ত হয়ে গেছে। এই প্রেক্ষিতে পৃথিবীর আবহাওয়া পরিবর্তন নিয়ে আমাদের এই বিশেষ প্রতিবেদন

অভিষেক ঘটক: যদি এক কথায় জানতে চাওয়া হয় গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্ব উষ্ণায়ন কী? তার সহজ উত্তর হচ্ছে, পৃথিবীপৃষ্ঠের তাপমাত্রা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, ফলস্বরূপ, এই পৃথিবীতে মানুষ সহ অন্যান্য জীবকুলের জীবন ধারণ ক্রমশ কষ্টকর হয়ে পড়ছে। এক কথায় এটাই গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্ব উষ্ণায়ন।

তার প্রেক্ষিতে প্রথম যে প্রশ্নটা ওঠে তা হল, গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে আলোচনা আজ এত প্রাসঙ্গিক কেন? কারণ, এর আগে মানব সভ্যতায় এরকম ঘাতক ঘটনা কখনও ঘটে নি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার এক ভাষণ উদ্ধৃত করে আমেরিকার বিখ্যাত দি রিপাবলিক পত্রিকায় ২০১৫–র ১২ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় একটা প্রতিবেদন প্রকাশ পায়। যেখানে বারাক ওবামা বলছেন, সন্ত্রাসবাদের থেকেও আমাদের বড়ো শত্রু বিশ্ব উষ্ণায়ন, কারণ ২০১২ তে নানান গবেষণায় দেখা গিয়েছে বিশ্ব জুড়ে প্রতিবছর ৪ লক্ষের বেশি মানুষের মৃত্যু হয় বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য, আর ২০৩০–এ এই সংখ্যাটা ৬ লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে।

পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়ে আসছে যে প্রকৃতি–বিজ্ঞানীরা বলছেন বর্তমানে প্রতি দশকে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ০.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস করে বেড়ে যাচ্ছে। শুনে অনেকে বলবেন বছরে মাত্র ০.০৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এ আর এমন কী? তাহলে জেনে রাখুন তুষার যুগ–এ পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ছিল ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বর্তমানে তা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, মাত্র ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পরিবর্তনে পৃথিবীর আবহাওয়া বিস্তর বদলে গিয়েছে, পৃথিবীর বুক থেকে অনেক প্রাণী আর উদ্ভিদ চিরকালের জন্য হারিয়ে গিয়েছে। হিসাব বলছে আরও ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে আর মাত্র ৫০ বছর লাগবে।

সুতরাং আজকের পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্ব উষ্ণায়ন জিনিস কী? কেন হয়? এর ফলে কী হচ্ছে ? আর এর প্রতিকার কী সেটা জানা একান্তই প্রয়োজন।

ইন্টারনেট বা আবহাওয়া দফতরের কথা বাদ দিন, আপনার নিজের কী মনে হচ্ছে যে, প্রতি বছর আগের বছরের থেকে বেশি গরম পড়ছে? বর্ষা আসছে দেরিতে, শীত আসছে দেরিতে, থাকছেও কম সময়। শুধু গরম আসছে ঠিক সময় কী তারও আগে, থাকছেও বেশি সময়। যতো দিন যাচ্ছে মনে হচ্ছে বাড়িতে কী, কাজের জায়গায় একটা এসি থাকলে ভালো হতো?

ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, চিকনগুনিয়া এই সব রোগের কথা এখন যতো শুনি আজ থেকে ১০ বছর আগেও কী এত শোনা যেতো?

আজ থেকে ১০ বছর আগেও কী এতো ঘন ঘন সুনামি, সাইক্লোন, অন্যান্য সামুদ্রিক ঝড়, হড়কা বান, অতি বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির খবর কানে আসতো?

প্রতিটা বাড়িতে রোগীর সংখ্যা ও রোগীর জন্য চিকিৎসা খরচ কী প্রতিদিন বেড়ে যাচ্ছে? এমন কী যুবক যুবতীরাও সেই তালিকায় ঢুকে পড়ছে। প্রকৃতি কী দিন দিন বেশি কৃপণ হয়ে পড়ছে? আমের সময় আম, ইলিশের সময় ইলিশ, সময়ের সবকিছুই যেন কেমন অনিয়মিত হয়ে পড়ছে।

আমরা যাঁরা ত্রিশের অধিক বা তার বেশি বয়স্ক, ছোটোবেলায় আমরা ভাবতে পেরেছিলাম যে জল কিনে খেতে হবে?

কিন্তু কেন হচ্ছে এই বিশ্ব উষ্ণায়ন? কী এর কারণ, এর ফলই বা কী? মূলত দুটো কারণে পৃথিবী গরম হয়ে পড়ছে। এক, জীবাশ্ম জ্বালানী (কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস)র ব্যবহার, দুই, অপরিকল্পিত ভাবে গাছ কেটে ফেলা। কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস জ্বালানোর ফলে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে তৈরি হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড, কার্বন মোনোক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড, মিথেন ইত্যাদি গ্রিনহাউস গ্যাস। এগুলো যেমন সূর্য থেকে আসা তাপকে বায়ু মণ্ডলের মধ্যে ধরে রেখে পৃথিবীকে গরম করে তুলছে তেমনই বায়ুও দূষিত হয়ে পড়ছে।

'গ্লোবাল বার্ডেন অফ ডিজিজ প্রজেক্ট' দ্বারা প্রাপ্ত সুত্রকে সমর্থন করে বিবিসি নিউজ ২০১৬–র ১৩ ফেব্রুয়ারি এক খবরে প্রকাশ করে যে, দূষিত বায়ুর কারণে প্রতিবছর পৃথিবী জুড়ে ৫.৫ মিলিয়ন মৃত্যু হচ্ছে। বায়ু দূষণ সহ উষ্ণায়নের অন্যান্য ফল গুলো ধরলে এই মৃত্যুর পরিমাণ বেড়ে ৯ মিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে। পৃথিবীর অন্যতম বিখ্যাত মেডিক্যাল জার্নাল The Lan–cet এর মতে ২০১৫–তে পৃথিবীর মোট মৃত্যুর ১৫ শতাংশ কোনও না কোনও ভাবে বিশ্ব উষ্ণায়নের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত।

গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর অন্যতম কারণ অপরিকল্পিত বৃক্ষছেদন। পরিসংখ্যান বলছে গাছ কাটার ফলে প্রতি বছর ৮.৫ মিলিয়ন হেক্টর ট্রপিক্যাল অরণ্য নষ্ট হচ্ছে। সেই হিসাবে প্রতি মিনিটে পৃথিবী থেকে একটা ফুটবল মাঠের সমান বনাঞ্চল ধ্বংস হচ্ছে। অর্থা একদিকে গ্রিনহাউস গ্যাস যেমন প্রতি মুহূর্তে বেড়ে যাচ্ছে, তেমনই সেগুলো শুষে নেওয়ার যন্ত্র স্বরূপ গাছ ও দিন দিন কমে আসছে। দূষণের সাঁড়াশি আক্রমণে পৃথিবী গরম হয়ে উঠছে। আর এই গরমের ফলে পৃথিবীর চেনা আবহাওয়াটা ক্রমশ বদলে যাচ্ছে আর তার প্রভাব পড়ছে এই গ্রহ ও তাতে বসবাসকারীদের ওপর।

এবার জেনে নিই এমন কিছু তথ্য যা হয়তো সবাই জানেন না ঃ– ক) পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হিমবাহ অঞ্চল মন্টেনা গ্ল্যাসিয়ার পার্কে ১৮৫০–এ ১৫০ টি হিমবাহ ছিল বর্তমানে সেখানে ২৬ টি হিমবাহ আছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন বাকি গুলো আগামী দশকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। খ) ARCTIC সমুদ্রের বরফ চিন্তাজনক ৯ শতাংশ হারে কমে যাচ্ছে । গ) আগামী শতকে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১০সেন্টিমিটার থেকে ১মিটার পর্যন্ত বাড়তে পারে। যেহেতু সামুদ্রিক ঝড়, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি গ্লোবাল ওয়ার্মিং–এর অন্যতম ফল, তাই গ্লোবাল ওয়ার্মিং পৃথিবীর প্রধান শহরগুলির পক্ষে বিপদজনক, কারণ পৃথিবীর ১৫টা বড় শহরের মধ্যে ১৩টাই সমুদ্র উপকূলের খুব কাছে অবস্থিত। কলকাতা–ও এর মধ্যেই পড়ে। ঘ) বিজ্ঞানীরা বলছেন, যদি গ্রিনল্যান্ডের সব বরফ গলে যায় তাহলে পৃথিবীর জলস্তর ৬মিটার বাড়বে আর অ্যান্টার্টিক সমুদ্রের সব বরফ গললে ১০মিটার বাড়বে। হিমবাহ–র গলে যাওয়া যেমন সমুদ্রস্তরকে বাড়িয়ে কোনও অঞ্চলকে জলের তলায় ডুবিয়ে দিতে পারে আবার এর জন্য হিমবাহ থেকে জন্ম নেওয়া নদী শুকিয়ে কোনও অঞ্চলে খরা হতে পারে। বন্যা বা খরা দুয়ের পরিণাম কৃষিকাজে ক্ষতি ফল খ্যাদাভাব। অন্যদিকে বেড়ে যাওয়া তাপমাত্রার ফলে দাবানলের আশঙ্কা বাড়ে, কমে যায় জলবিদ্যুত উৎপাদনের সম্ভাবনা। এককথায় হিমবাহ গলে যাওয়ার পরিণাম সত্যি ভীতিজনক। ঙ) প্রকৃতিতে কার্বনডাই অক্সাইড বেড়ে যাওয়ায় সমুদ্রের জল আম্লিক হয়ে যাচ্ছে তাতে সামুদ্রিক প্রাণী যেমন অর্চিন, শামুক, এদের দেহের খোলস বানাতে আসুবিধা হচ্ছে এবং এদের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ছে।

অর্থাৎ গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ফলে উদ্ভিদ প্রাণী, অরণ্য, হিমবাহ, সমুদ্র, সর্বত্র প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। এই সবুজ পৃথিবী একটু একটু করে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ভুল, একটু একটু করে নয় খুব দ্রুত গতিতে বিনাশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এমন কোনও তথ্য আছে কী, যা দিয়ে এগুলোকে অস্বীকার করা যায়? আমাদের হাতের কাছের Google কী বলছে? আজ না হয় সেটাই একটু দেখে নিই আমরা। আমাদের জীবন–জীবিকা–লাভক্ষতি–র একটু বাইরে বেরিয়ে এসে।

আমরা ভবিষ্য নিয়ে চিন্তা করি, রোজগার বাড়ানোর চেষ্টা করি, ব্যাঙ্কে টাকা জমাই, বিনিয়োগ করি, জমি বাড়ি কিনি, জীবন বিমা করি, স্বাস্থ্য বিমা করি, অবসর জীবনের কথা ভাবি। কিন্তু সেদিনের কথা কী ভেবেছি, যেদিন পৃথিবীর শেষ খাবারটাও শেষ হয়ে যাবে, শেষ জলের বিন্দুটাও শেষ হয়ে যাবে, বাতাসে শ্বাস নেওয়া যাবে না... তখন ব্যাঙ্কে জমানো কতো টাকা দিয়ে আর একটা পৃথিবী কিনে নেওয়া যাবে কী? সেদিন আমার বাড়ির ছেলে বা মেয়ে ডাক্তার না ইঞ্জিনিয়ার সেটা কী কোনও কাজে আসবে? ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে ''We have not inherited the earth from our ancestors. We have borrowed it from our children.''

বীরভূম

বান্দি গ্রামে ব্রহ্মচারী পুজো

অভীক মিত্র : বান্দি গ্রামে প্রায় একশো বছর আগে গৃহবধূ সিন্ধুবালা রায়ের বারবার সন্তান হয়ে মারা যাচ্ছিল। ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর গোস্বামীর থানে মানত করে তিন পুত্র ও এক কন্যার জন্ম দেন। প্রতিবছর এই সিন্ধুবালাদেবীর পরিবারের সদস্যরা একত্রিত হয়ে ব্রহ্মচারীর বিশেষ পুজো ও মহোৎসবের আয়োজন করেন। ১০ ফেব্রুয়ারি খিচুড়ি ভোগ ও পায়েস দেড়হাজার মানুষকে পাত পেড়ে খাওয়ানো হয়। অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী তমালচন্দ্র রায় বলেন, 'এখানে একটি নাটশালা ও একটি নলকূপ খুবই দরকার। এব্যাপারে সকলের সাহায্য চাইছি।'

মাদকের কবলে বীরভূম

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোপনসূত্রে খবর পেয়ে বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ি ইন্দিরাপল্লির বাসিন্দা শক্তিপদ বাগ্দীর বাড়ি থেকে ১০৩ গ্রাম ব্রাউনসুগার, ১৫টি মোবাইল, নগদ ১০৬০০ টাকা, মোটরবাইক সমেত ছয় মাদক কারবারীকে গ্রেফতার করল সিউড়ি থানার পুলিশ। ধৃতরা হল মূলপান্ডা শক্তিপদ বাগ্দী, ছেলে মিলন বাগ্দী, বাতাসপুরের রেনুপদ বায়েন, সিউড়ি সোনাতনপাড়ার দেবাঞ্জন দত্ত, রামকৃষ্ণপল্লির রাহুল কোড়া, ইন্দিরাপল্লির সৌরভ সরকার, কেন্দুয়ার বিজয় দত্ত। সিউড়ি আদালতে বিচারক অলিভা রায়ের এজলাসে তোলা হলে ধৃতদের দুদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক। রামপুরহাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক মিতুনকুমার দে–র নেতৃত্বে ৬ ফেব্রুয়ারি রাতে নলহাটি থানার লোহাপুর রেলস্টেশন এলাকা থেকে ২৫ কেজি গাজা, ২৫০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সমেত চার মাদক কারবারীকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের বাড়ি লোহাপুর এবং রনহা গ্রামে।

কীর্নাহার, গোপালপুরে দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯:৪০টা নাগাদ সিউড়ি থেকে কাটোয়াগামী 'মিঠু' বাস কীর্নাহারের পশ্চিমপল্লিতে বিদ্যুৎ পোলে ধাক্কা মারে। জখম হয়ে ২৩ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। লাভপুর ফুল্লরামেলা দেখতে যাওয়ার পথে ৪ ফেব্রুয়ারি রাত্রি ৮টা নাগাদ গোপালপুর বাসস্ট্যান্ডে ডাম্পার অটো সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে মারা যায় তপন গড়াই, দেবব্রত পাল, সুবীর দাসবৈরাগ্য। বাড়ি বিষয়পুর গ্রামে। জখম পাচঁজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

শঙ্কর চক্রবর্তী স্মরণসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ বীরভূম জেলাকমিটির উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ সভাপতি প্রয়াত শঙ্কর চক্রবর্তীর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হল ৪ ফেব্রুয়ারি দুপুরে সিউড়ি সত্যপ্রিয় ভবনে। শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন প্রসেনজিৎ প্রামানিক। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন তপন দেসরকার। প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন গোরাচাঁদ মজুমদার। জনবিজ্ঞান আন্দোলনের প্রচারক শঙ্কর চক্রবর্তীর জীবনী তুলে ধরেন ড: অরুনাভ মিশ্র। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ সহসম্পাদক ড: অরুনাভ মিশ্র, মনিরুদ্দিন চৌধুরী, ব্রজ মুখার্জী, প্রদীপ ভাদুড়ী, চিকিৎসক স্বপন মন্ডল, অমিত বিশ্বাস, মায়া দত্তসাধু, কমলাশিস গোস্বামী, শিক্ষক শুভাশিস গড়াই, ড: দেবাশিস পাল, সাংবাদিক অভীক মিত্র, উত্তম দাস, বিকাশ রায়। ২০১৭ সালের ১৯ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ছয়টায় কলকাতা কেপিসি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন জনবিজ্ঞান আন্দোলনের প্রচারক শঙ্কর চক্রবর্তী।

মোবাইলে কথা, ট্রেনে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫ ফেব্রুয়ারি সকাল দশটা নাগাদ মোবাইলে কথা বলতে বলতে সব্জী বাজার করে বাড়ি ফেরার পথে নলহাটি লেভেলক্রসিং –এ মালগাড়ির ধাক্কায় মারা যায় আফরোজ আনসারি (৪৭)। বাড়ি নলহাটি পুরসভার নজরুলপল্লিতে। বাপের বাড়ি শাসপুর থেকে শ্বশুরবাড়ি বেনোড়া যাচ্ছিল মাম্পি মন্ডল (২৩)। তারাপীঠ রোড স্টেশন থেকে আপ মালদা টাউন প্যাসেঞ্জারে উঠে রামপুরহাট যাওয়ার সময় ট্রেন থেকে পড়ে দুটি পা কাটা যায়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে রামপুরহাট স্টেশনে আহত মাম্পিকে নামিয়ে দিয়ে চলে যায় রেলকর্মীরা। দুই ঘন্টা পর উদ্ধার করে জিআরপি হাসপাতাল নিয়ে গেলে মাম্পি মন্ডলকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। পুজোর ফল কিনে বাড়ি ফেরার পথে মল্লারপুরে আপ কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্রেসের ধাক্কায় ঘটনাস্থলে মারা গেল রুকমনি কুর্মি (২৮)। পরিচারিকার কাজ করে তিন ছেলেমেয়ে, প্রতিবন্ধী স্বামীকে নিয়ে সংসার চালাত রুকমনি।

সিপিএম–কংগ্রেস জোট জল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবছরেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলকে হঠাতে এবং বিজেপিকে ঠেকাতে কি পঞ্চায়েত নির্বাচনেও সিপিএম এবং কংগ্রেস জোটের পথে যাবে? এই প্রশ্নই যেন এখন ঘুরপাক খাচ্ছে। বর্তমানে নগরী গ্রামপঞ্চায়েত এবং নলহাটি–২ নং ব্লকের বারা–১, বারা–২ গ্রামপঞ্চায়েত সিপিএমের দখলে। ময়ূরেশ্বর, কুন্ডলা গ্রামপঞ্চায়েত বিজেপির দখলে। রাজনগর, মহম্মদবাজার, লাভপুর, তাঁতিপাড়া, খয়রাশোল, চন্দ্রপুর, রামপুরহাট সহ গ্রামেগঞ্জে দাপট বেড়েছে গেরুয়া শিবিরের। জনসভা করতে বীরভূম জেলায় একাধিকবার এসেছেন মুকুল রায়, লকেট চ্যাটার্জীর মতো বিজেপির হেভিওয়েট নেতানেত্রীরা। জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মন্ডল। পঞ্চায়েত ভোটে সিপিএম – কংগ্রেস জোট প্রসঙ্গে রামপুরহাট মহকুমা কমিটির কংগ্রেস সভাপতি গোপালচন্দ্র দাস বলেন, 'সাধারণ মানুষ যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাহলে নেতার কিছু করার থাকে না। সেখানে সাধারণকর্মীর কথা গুরুত্বপূর্ণ সেটাকে মেনে নিয়ে এগিয়ে চলার রাস্তা খুঁজতে হবে।' সিপিএম জেলাকমিটির সদস্য সঞ্জীব বর্মন বলেন, 'পার্টির উপরতলা যা সিদ্ধান্ত নেবে আমরা তা মেনে চলব।'

দিল্লিতে রহস্যমৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৬ ফেব্রুয়ারি রাতে বাবা কেনারাম মুখার্জীর কাছে একমাত্র পুত্র বিকাশের অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর আসে। কর্মসূত্রে দিল্লিতে স্ত্রী পূজা এবং চার বছরের কন্যাকে নিয়ে থাকত বীরভূম জেলার বেলেড়া গ্রামের যুবক বিকাশ মুখোপাধ্যায় (৩০)। পরিবারের অভিযোগ, স্ত্রী পূজার অবৈধ সম্পর্কের জন্য খুন করা হয়েছে বিকাশকে। শোকস্তব্ধ গোটা বেলেড়া গ্রাম।

গ্রেপ্তার পাচঁ দুস্কৃতী

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত একমাস ধরে সদর শহর সিউড়ির বিভিন্নপ্রান্তে চলা চুরি, ডাকাতির ঘটনায় পাচঁ দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতরা হল মূল পান্ডা আমোদপুরের শেখ বাবু, কড়িধ্যার অজয় কাহার, সিউড়ি বাসস্ট্যান্ড ও পুরাতনপল্লির শেখ সুমন, ছোট্টু শেখ, শাহাজাহান মোল্লা। ধৃতদের কাছ থেকে ৪১টি মোবাইল ফোন, এলইডি টিভি, ইন্টারনেট ডিভাইস, মিউজিক সিস্টেম, কাসার থালা, ব্যাটারি, সোনার কানের গয়না, এয়ার গান, ধারালো অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে।

বিনামূল্যে চক্ষুপরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা হিমাদ্রি ফাউন্ডেশন এবং গাংটে ষষ্ঠীধর বৈদ্য জনকল্যাণ সমিতির উদ্যেগে গাংটে এলাকায় বিনামূল্যে চক্ষুপরীক্ষা শিবির, চশমা বিতরণ, শীতবস্ত্র বিতরণ করা হল প্রায় ২৫০০ জন মানুষকে। সাওতালি নৃত্য পরিবেশিত হয়। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রি আড়ি, ডিএসপি (ডি অ্যান্ড টি) আনন্দচরন সরকার, ট্রাফিক ওসি সুমন প্রামানিক প্রমুখ।

বিদ্যুৎ নিয়ে বচসা, বৌদি ও ভাইঝিকে কোপাল দেওর

পার্থ ঘোষ, বারাসত : বিদ্যুৎ–এর বিলে নিয়ে বচসার জেরে ও পারিবারিক বিবাদের কারণে ধারাল দাঁ দিয়ে বৌদি ও ভাইঝিকে কোপানোর অভিযোগ দেওরের বিরুদ্ধে। যদিও প্রতিবেশী সূত্রে জানা গিয়েছে, বৌদির সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়তে চেয়ে বিফল হওয়ায় পরিকল্পিতভাবে বৌদিকে খুনের চেষ্টা চালিয়েছিল দেওর রণজিত শীল। আগেও বহুবার খুনের হুমকি দিয়েছিল দেওর। এই ঘটনায় বৌদি সন্ধ্যা শীল ও তার কন্যা বন্দনা শীলকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাবড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আকস্মিক এই ঘটনাটি ঘটেছে হাবড়া থানার বিদ্যাসাগর পল্লি এলাকায়। অভিযুক্ত রণজিৎ শীল এই ঘটনার পর থেকে পলাতক। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে বাড়ির ইলেকট্রিক লাইনের ব্যবহার ও বিল দেওয়া নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক অশান্তি চলছিল। সেই কারণে বৃহস্পতিবার সকালে বাবা ও ছোট ছেলে রণজিৎ এর মধ্যে বাকবিতন্ডা শুরু হয়।

বৌদি সন্ধ্যা শীলের মধ্যস্থতায় সাময়িকভাবে তা মিটেও যায়। অভিযোগ, এরপর দুপুরে হঠাৎ করে দাঁ–এর কোপ দেয় সে। হঠাৎ করে এরূপ আক্রমণে হঠাৎ করে হতচকিত হয়ে পড়ে সকলে। মায়ের চিৎকার গুণে মেয়ে চলে আসলে তার মাথায়ও সজোরে কোপ দেয় রণজিৎ। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে সে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় মা ও মেয়েকে হাবড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রতিবেশীদের অভিযোগ কয়েক বছর আগে রণজিতের স্ত্রী তাকে পরিত্যাগ করেছে। তারপর থেকে বৌদির প্রতি মোহ তৈরি হয় তার। একাধিকবার বৌদিকে খুনের হুমকিও দেয় সে। অভিযুক্ত রণজিৎ শীল এখনও পলাতক। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হাবড়া থানার পুলিশ। এলাকা থমথমে।

বারাসতের উন্নয়ন

প্রথম পাতার পর

আবাসন প্রকল্পকে বড় বেশি প্রাধান্য দেওয়ার ফলে বিভিন্ন ওয়ার্ডের অধিকাংশ জলাশয়গুলি বর্জ্য ও আবর্জনা ফেলে বুজিয়ে ফেলার এক প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতা চলছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। পরিবেশ দূষণ রোধে মুখ্যমন্ত্রীর জল ভরো, জল ধরো শ্লোগানকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিজয়লক্ষ্মী কলোনির প্রায় দশ–বারো কাঠার একটি জলাশয়কে এভাবেই সুপরিকল্পিতভাবে বুজিয়ে ফেলার চক্রান্ত চলছে বলে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ। স্থানীয় প্রয়াত ব্রজেন ভট্টাচার্যদের এই জলাশয়টির পাড়ের ভাঙন রোধে স্থানীয় উৎপল পালের উদ্যোগে স্থানীয় কয়েকজন প্রতিবেশী মিলে ১৯৯৪ সালে জলাশয়টির পাড় জুড়ে বৃক্ষরোপণ করেন। সম্প্রতি সেই গাছগুলির অধিকাংশই আজ প্রায় কেটে ফেলা হয়েছে। এবং বিভিন্ন বর্জ্য ও মাটি ফেলে তাকে ভরাট করার ষড়যন্ত্র চলছে বলে স্থানীয় সূত্রের অভিমত। এব্যাপারে বারাসত তৃণমূল কংগ্রেসের টাউন প্রেসিডেন্ট তথা বারাসত পুরসভার পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায় বলেন, 'গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বলে কিছু নেই। ওসব বাজে কথা। রাস্তাগুলির নামকরণ নিয়ে কাউন্সিলরদের সঙ্গে কথা বলব। পাশাপাশি রাস্তাগুলির সংস্কার যাতে দ্রুত করা যায় তার চেষ্টাও চালাচ্ছি। আর জলাশয় ভরাটের কোনও অভিযোগ আমার কাছে আসেনি। এমন অভিযোগ পেলে কড়া পদক্ষেপ করব।' তিনি আরও বলেন, 'আসলে কয়েকটি বড় কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। যেমন বারাসতের ঐতিহ্যশালী হাতিপুকুর সংস্কার ও সৌন্দর্যায়ন। এখানে পার্ক তৈরি সহ এলাকাকে সাজানোর কাজ চলছে।' এটি মহালয়ার আগেই উদ্বোধন করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশা করেন। স্থানীয় একটি সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সাংবাদিক তাপস সরকার বলেন, 'হাতিপুকুর সংস্কার ও উন্নয়নের কাজ চলছে। কিন্তু বারাসতের রাস্তাগুলি ও তার দুধারে বেহাল অবস্থা দেখলে 'অন্ধকার' যুগের কথা মনে পড়ে যায়।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক তৃণমূল কর্মীর প্রশ্ন, 'বারাসত আজ কাদের হাতে?' তার অসহায় মন্তব্য, 'বারাসতের মা মাটি মানুষ ডুকরে কাঁদছে। পুরপ্রধান আর উপপুরপ্রধানের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সাঁড়াশি চাপের মাঝখানে আজ পড়ে আছে বারাসতের উন্নয়ন।'

আগ্নেয়াস্ত্র সহ তিনজন ধৃত বারুইপুরে। ধৃতদের নাম কালাম মহম্মদ, সাহেব আলাম দুজনেই বিহারের মুঙ্গের জেলার বার্দাই গ্রামের। অন্য আর একজন জাইরুল শেখ বাড়ি হাওড়ার ডোমজুড়ে। সকলেই ক্যানিং থানার অন্তর্গত একজনের বাড়িতে বেআইনি অস্ত্র দিচ্ছিল। আগ্নেয়াস্ত্রগুলির মধ্যে হয়েছে ১৫টি বন্দুক সহ অন্যান্য জিনিস। বারুই জেলার অ্যাডিশনাল এসপি সৈকত ঘোষ, জেলার টাস্কফোর্স এবং বারুইপুরের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের লাকি ঘোষ গ্রেফতার করে তাদের।

স্বচ্ছ ভারত

প্রথম পাতার পর

অবিলম্বে শৌচাগার দুটি খোলার দাবি জানাচ্ছি।' রামপুরহাট শহর কংগ্রেস সভাপতি শাহাজাদা হোসেন (কিনু) বলেন, 'কী অদ্ভুত ব্যাপার, একদিকে নির্মল ঘোষণার লক্ষ্যে নেতা মন্ত্রী থেকে প্রশাসনিক কর্তারা দৌড়াদৌড়ি (ম্যারাথন) করছেন। তো আরেকদিকে বিভিন্ন কাজে রামপুরহাট শহরে আসা মানুষ শৌচালয়ের জন্য দৌড়াদৌড়ি করছেন।' যোগাযোগ করা হলে রামপুরহাট পুরসভার উপপুরপতি সুকান্ত সরকার ফোনে বলেন, 'সায়েন্টিফিক পদ্ধতিতে তৈরি করা হয় নি। তাই বন্ধ রাখা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের লোকজনকে জানানো হয়েছে।' তাহলে কবে খুলবে তালাবন্দ শৌচাগার দুটির তালা ? – প্রতিবেদকের এই প্রশ্নের উত্তরে উপপুরপতি বলেন, 'শীঘ্রই জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হবে শৌচাগার দুটি।' রামপুরহাট শহরের তালাবন্দ জোড়া শৌচাগারের তালা কবে খুলবে ? এই প্রশ্নের উত্তর দেবে সময়। আর সেইদিনের তাকিয়ে রামপুরহাটের জনসাধারণ।

আমিবোধ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রয়াত

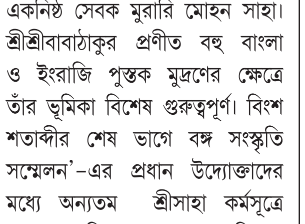

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩১শে জানুয়ারি, ২০১৮ মধ্যরাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন প্রজ্ঞানপুরুষ শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের করুণাধন্য একনিষ্ঠ সেবক মুরারি মোহন সাহা। শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর প্রণীত বহু বাংলা ও ইংরাজি পুস্তক মুদ্রণের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন'–এর প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রীসাহা কর্মসূত্রে SPAN পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন সম্মানের সঙ্গে। বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায় ১৯২৬ সালে তাঁর জন্ম। ব্যাধিমুক্ত দীর্ঘ জীবনের আকস্মিক অবসান ঘটে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের কারণে। আলিপুরবার্তা এই মহান ব্যক্তির আত্মার শান্তি কামনা করে।

স্কুল খুলতে উদ্যোগী শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : অবশেষে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপে জট খুলতে চলেছে হাওড়া ময়দান এলাকার বিনোদিনী বালিকা বিদ্যালয়ের। দিন তিনেক বিদ্যালয় বন্ধ থাকার পরে ছাত্রীদের প্রবল প্রতিবাদের মুখে পড়ে জট কাটাতে আসরে নামেন স্কুল শিক্ষা দফতর। গত সোমবার বিকাশ ভবনে বৈঠকে মিলিত হন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এই বৈঠকে অংশ গ্রহণ স্কুল কর্তৃপক্ষসহ জেলা স্কুল দফতরের প্রতিনিধিরা। সেখানেই ঠিক হয় আগামী মঙ্গলবার যথারীতি খুলবে বিনোদিনী বালিকা বিদ্যালয়টি। গত তিনদিন ধরে নিয়মনীতি না মেনে স্কুল খোলা হয়েছে এমনটাই অভিযোগ করে হিন্দিমাধ্যম বিদ্যালয়টির পঠনপাঠন বন্ধ রাখা হয়। ঘটনার দিন সকালে বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা স্কুলে এসে স্কুল বন্ধ দেখে ক্ষোভে ফেটে পরেন। ঘটনার খবর যায় শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়–এর কানেও। হাওড়া ময়দান এলাকার বিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে উদ্যোগী হন মন্ত্রী। ময়দান এলাকার বিদ্যালয় ভবনটির দুটি বিভাগ এক সময় চালু ছিল, একটি বিভাগ ছিল ছেলেদের জন্যে, নাম ছিল অক্ষয় শিক্ষায়তন এবং অপরটি ছিল ছাত্রী অর্থাৎ মেয়েদের জন্যে, নাম ছিল বিনোদিনী বালিকা বিদ্যালয়। পঠন হত বাংলা মাধ্যমে। কিন্তু দিন ছিল বাংলা মাধ্যমে ছাত্রীর সংখ্যা কমতে থাকায় একসময় বন্ধ হলেও হিন্দিতে পড়ানোর জন্যে নতুন উদ্যম শুরু হয় স্কুলটিতে। কিন্তু অনৈতিক ভাবে তা বন্ধ করে দেয়।

NOTICE

Applications are invited from eligible Civil Defence Volunteers of South 24 Parganas district for sponsoring their names as Auxilary Fire Operator under Fire & Emergency Services Department, Govt. of WB. The application is to be submitted within 22.02.2018 upto 5.00 pm at the office of the District Magistrate & Controller of Civil Defence, South 24 Parganas at New Administrative Building, 4th Floor, Alipore, Kolkata 700 027. All application must report with all relevant documents on 24.02.2018 at 11.00 am at abovementioned address for verification of documents and eligible criteria.

Edu. Quailification : Madhyamik passed or equivalent. Age : Between 18 to 33 years. Hight : Minimum 5' 6" (Minimum 5' 3" in case of Gorkhas and Candidates from Hill areas) Chest : Minimum 32" (Normal) and 34" (inflated).

Sd/-
Addl. Controller of Civil Defence
South 24 Parganas

৩২৯/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/১৫.০২.২০১৮

পণ না পেয়ে স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২ বছর আগে বিয়ের জন্য ১ লক্ষ টাকা পণ চায় যুবক। মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে নগদ ৮০ হাজার টাকা, দানসামগ্রী হিসাবে সোনার গয়না, খাট আলমারি দেওয়া হয়। কিন্তু তার পরেও টাকা চেয়ে আনার জন্য স্বামী চাপ দিতে থাকে স্ত্রীকে। তাতে রাজি না হওয়ায় গতকাল রাতে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। মৃতের নাম হালিমা খাতুন (২০)। অভিযুক্ত স্বামী জুলফিকার সেখ। ২ বছর আগে মহেশতলা থানার আকড়ার হালিমার সাথে ফলতা থানার সতল কলসার জুলফিকারের দেখাশোনা করে বিয়ে হয়। তারা ১ বছর আগে একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। জরির কাজ করেই দিন গুজরান করত জুলফিকার। হালিমা বাপের বাড়ি থেকে টাকা না এনে দেওয়াতেই স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের ব্যাপক মারধরে তার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে গতকাল রাতে হালিমার বাপের বাড়ির লোকজন তাকে ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা করে। ফলতা থানায় খুনের অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে বলে অভিযোগ মৃতার ভাই ভুটু শেখের। এদিকে ঘটনার পর থেকে পলাতক মৃতার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন। দেহ ময়না তদন্তে পাঠানো হচ্ছে।

নাবালিকাকে ধর্ষণ, অভিযুক্ত গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বছর আটের এক বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার নিকারিঘাটা পঞ্চায়েতের দক্ষিণ অঙ্গদবেড়িয়া গ্রামে। নাবালিকার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাতেই প্রশান্ত সরদার নামে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বছর আটের ওই নাবালিকার বাড়ি ক্যানিং থানার তালদি রাজাপুর এলাকায়। মাতৃহারা নাবালিকা সৎ মা ও কাকাদের কাছেই থাকে। গত শনিবার ওই নাবালিকা তার মামার বাড়ি দক্ষিণ অঙ্গদবেড়িয়া গ্রামে পুজো উপলক্ষ্যে গিয়েছিল। মামার বাড়ির পাশেই থাকে প্রশান্ত সরদার নামে বছর পঞ্চাশের ওই ব্যক্তি। নাবালিকা তাকে দাদু বলেই ডাকে এবং পরিচিত। বৃহস্পতিবার দুপুরে প্রশান্ত সরদার তাকে বাড়ির পিছনের দিকে নিয়ে যায় এবং ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। মেয়েটির চিৎকার–চেঁচামেচি শুনে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসে এবং ধরে ফেলে অভিযুক্ত প্রশান্ত সরদারকে। পরে খবর দেওয়া হয় ক্যানিং মহিলা থানায়। খবর পেয়ে পুলিশ নাবালিকাকে উদ্ধার করে মেডিকেল পরীক্ষার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ।

স্বাস্থ্য শিবির ও স্বেচ্ছা রক্তদান

অরিন্দম রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ছোট জাগুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাধীন নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় ও বামনগাছি পশ্চিম মুড়ালি গ্রামবাসীবৃন্দের উদ্যোগে এক স্বেচ্ছা রক্তদান সহ স্বাস্থ্য, চক্ষুপরীক্ষা এবং বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শনিবার এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বারসত ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হালিমা বিবি। এবং সারদা–রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষক–শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রী জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন বারাসত পুরসভার পুর পারিষদ সদস্য তাপস দাশগুপ্ত, ছোট জাগুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর প্রধান স্বপ্না মজুমদার, শিক্ষক স্বপন চক্রবর্তী, সমাজসেবী গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান স্বপ্না মজুমদার, শিক্ষক স্বপন চক্রবর্তী, সমাজসেবী নাসির, অমিত ভদ্র, যোগেশ দাস, চন্ডি দাস, সংগঠনের সভাপতি শেখর পাল, সম্পাদক ফকির মণ্ডল, সদস্য কুশ দাস, সমাজসেবী সুব্রত গুহ প্রমুখ। সংগঠনের পক্ষ থেকে বিগত দিনের মতো এবারও অনুষ্ঠান মঞ্চে দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের পুস্তক ও বস্ত্র বিতরণ করা হয়। সংগঠনের কার্যকরী সদস্য কুশ দাস জানান, তাদের সংগঠনে পাঁচ জন এমন সদস্য আছেন, যারা খবর পেলে রাতের অন্ধকারেও সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতালে গিয়ে মরণাপন্ন রোগীকে রক্ত দিয়ে জীবন বাঁচান। সকলের সুবিধার্থে তাদের রক্তের গ্রুপগুলি (বি–পজিটিভ, এ–পজিটিভ, ও–পজিটিভ) উল্লেখ করেন তিনি। তিনি আরও জানান, তাদের সংগঠন মানবিক স্বার্থে আর্তদের পাশে দাঁড়াতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সমাজকল্যাণ পরিষদের অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালি থানার অন্তর্গত বামনওয়ালা সমাজ কল্যাণ পরিষদ তাদের দ্বিতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল গত ১১ ফেব্রুয়ারি। শান্তি ও সম্প্রীতির লক্ষ্যে একটি সম্প্রীতি মিছিলে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করেন। জামাতে ইসলামের রাজ্য সভাপতি মহাম্মদ নুরুদ্দিন, বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ স্বামী সেবানন্দ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ব্যাপিস্ট চার্চ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ডঃ রঞ্জন সিনহা সম্প্রীতির উপর আলোচনায় আলোকপাত করেন। এছাড়াও এদিন সংগঠন তাদের দ্বিতীয় অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার উদ্বোধন করে। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলার জনকল্যাণ কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, নোদাখালি থানার আইসি অরিজিৎ দাশগুপ্ত, বাখরাহাট লায়ন্স ক্লাবের প্রেসিডেন্ট কাজ দত্ত প্রমুখ। সংগঠনের সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে অ্যাডভোকেট শেখ মুজিবর রহমান এবং বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজসেবী মিহির কুমার রায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ভগবানজির 'ব্রজনন্দন' চলে গেলেন

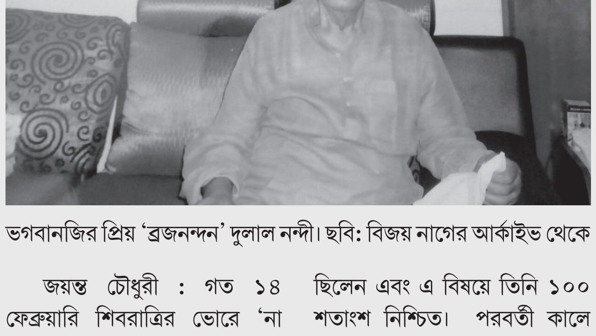

ভগবানজির প্রিয় 'ব্রজনন্দন' দুলাল নন্দী। ছবি: বিজয় নাগের আর্কাইভ থেকে

জয়ন্ত চৌধুরী : গত ১৪ ফেব্রুয়ারি শিবরাত্রির ভোরে 'না ফেরার দেশে' চলে গেলেন নীরব কর্মী দুলাল নন্দী। উত্তর ভারতে সবার অলক্ষ্যে বসবাসরত নামহীন সন্ন্যাসী ভগবানজির অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন দুলালবাবু। সন্ন্যাসী তাকে ব্রজনন্দন বলে ডাকতেন। নেতাজি তদন্তে নিযুক্ত মুখার্জী কমিশনের চেয়ারম্যান মনোজ মুখার্জী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একটি তথ্যচিত্রের সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন ভগবানজিই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন এবং এ বিষয়ে তিনি ১০০ শতাংশ নিশ্চিত। পরবর্তী কালে নানা গবেষণায় বিচারপতি মনোজ মুখার্জীর বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। ইতিহাসের একযোগ সূত্র চিরদিনের জন্য ছিন্ন হয়ে গেল 'ব্রজনন্দন' দুলাল নন্দীর প্রয়াণে। ভগবানজির অন্যতম স্নেহধন্য ও জয়শ্রী পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক বিজয় কুমার নাগ প্রতিবেদককে জানিয়েছেন যে ষাটের দশকে উত্তর ভারতে শিবালয়ে ভগবানজি যেখানে অবস্থান করতেন সেখান থেকে দুলালবাবু ও তার সহযোগি সন্তোষ ভট্টাচার্য (ভগবানজির দেওয়া নাম সুতৃপ্তি)কে নিয়ে ভগবানজির ব্যবহার্য জিনিসপত্র নিমসার সহ বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দেন। দীর্ঘ ২৫ বছর ভগবানজির সংস্পর্শে ছিলেন তিনি। চিত্তরঞ্জনের বাসিন্দা দুলালবাবু অসুস্থ হয়ে ভর্তি হন দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জের একটি নার্সিংহোমে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। এদিন বিকালে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। বিজয়বাবু জানান শিবালয় থেকে ভগবানজির সঙ্গে যার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিল তাঁর প্রয়াণ ঘটল শিব চর্তুদশীর পুণ্যতিথিতে এও এক অদ্ভুদ যোগাযোগ। রেখে গেলেন স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র অপুকে। আলিপুর বার্তার পত্রিকার তরফ থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রিয়ম গুহ এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চিত্র পরিচালক অল্লামকুসুম ঘোষ ও চিকিৎসক শংকর চ্যাটার্জী সহ বহু গুণমুগ্ধ মানুষজন।

নজরদারি বাড়াতে দাঁইহাট উচ্চ বিদ্যালয়ে সিসিটিভি

দেবাশিস রায়, কাটোয়া, ১২ ফেব্রুয়ারি : দাঁইহাটে গার্লস স্কুলের পর এবার হাইস্কুলও সিসিটিভির আওতায় এল। পূর্ব বর্ধমানের দেড় শতাধিক বছরের ঐতিহ্যবাহী দাঁইহাট হাইস্কুলে সম্প্রতি জমজমাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ওই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণ, কৃতী ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ প্রদানের পাশাপাশি সিসিটিভিরও সূচনা করা হল। সিসিটিভি সিস্টেমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কাটোয়া ২ নং ব্লকের বিডিও শিবাশিস সরকার। এদিনের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৃত্য, সংগীত, আবৃত্তি, ক্যারাটে প্রদর্শন, ছাত্রীদের ফুটবল খেলা, ম্যাজিক, নাটক প্রভৃতির আয়োজন করা হয়েছিল।

বছর খানেক আগে দাঁইহাট গার্লস হাইস্কুলে সিসিটিভি স্থাপন করা হয়েছে। স্কুলের পড়ুয়াদের উপর নজরদারির পাশাপাশি স্কুলের নিরাপত্তা বিষয়ক সুবিধার জন্য সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়। এবার সেই পথেই হাঁটা শুরু করল পার্শ্ববর্তী দাঁইহাট হাইস্কুল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত দাঁইহাট হাইস্কুল পঠনপাঠন ও খেলাধুলা বিষয়ে ইতিমধ্যেই জেলার পাশাপাশি রাজ্যস্তরেও সুনাম অর্জন করেছে। সুবিশাল আয়তনের এই বিদ্যালয়ের সৌন্দর্যবর্ধন করেছে দু'টি খেলার মাঠ, একটি বিশাল জলাশয়, উদ্যান প্রভৃতি।

বহু গুণীজনের পদধূলিতে ধন্য এই বিদ্যালয়ের টিচার ইনচার্জ সুজয় ঘোষ বলেন, আমাদের বিশাল আয়তনের স্কুলের নিরাপত্তার জন্য সিসিটিভির প্রয়োজনটা অনেকদিন ধরেই অনুভব করছিলাম। এতদিনে সকলের সহযোগিতায় সেই কাজটি সম্পূর্ণ করতে পেরে আমরা খুশি। এদিনের অনুষ্ঠানে দাঁইহাটের প্রাক্তন পুরচেয়ারম্যান প্রয়াত মদনমোহন দে'র স্ত্রী ইরা দে'র উপস্থিতিতে স্কুল কর্তৃপক্ষ আপ্লুত হয়ে পড়ে। ইরা দেবী তাঁর স্বামী ও একমাত্র পুত্রের স্মৃতিতে বিদ্যালয়ের মেধাবী পড়ুয়াদের জন্য স্কলারশিপ প্রদান করেছেন। এছাড়াও ক্রীড়া সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্যও ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়েছে।

সংসার নয়, পড়াশোনাই প্রিয় মনোয়ারার

মেহেবুব গাজী: মথুরাপুর, ১৪ ফেব্রুয়ারি: আজ প্রেমের দিন। প্রিয়জনকে কাছে পাওয়ার জন্য উৎসর্গ করার দিন। কিন্তু মথুরাপুরের হোকলডাঙার প্রত্যন্ত অঞ্চলের বছর সতেরোর মনোয়ারা খাতুনের কাছে ছিল কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে প্রতিবেশী এক সহপাঠীর সঙ্গে ধর্মমতে বিয়ে হয়েছিল মনোয়ারার। দুই পরিবারের সম্মতিতে হয়েছিল সেই বিয়ে। কিন্তু বিয়ের পরেও পড়াশুনো বন্ধ করেনি মনোয়ারা। ২০১৭ সালে কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুল থেকে দ্বিতীয় বিভাগে মাধমিক পাশ করে সে। বর্তমানে ওই স্কুলের একাদশের ছাত্রী সে। কিন্তু এর মধ্যে শ্বশুরবাড়ি থেকে মনোয়ারাকে সংসার করার জন্য বলা হয়। কিন্তু নাবালিকা মনোয়ারা বেঁকে বসে। কারণ, এই বয়সে সংসারের মধ্যে বাঁধা পড়ে গেলে পড়াশুনোটাই বরবাদ হয়ে যাবে বলে মনে করে সে। পরিবারের চাপে জানুয়ারি মাসে দিন পনেরোর জন্য শ্বশুরবাড়িতে যায়ও সে। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে তার মন বসে নি। সংসারের খুঁটিনাটির থেকে ক্লাসের সহপাঠী, বই, খাতা তার কাছে প্রিয় বলে মনে হয়। জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে শ্বশুরবাড়ির কাউকে না জানিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসে মনোয়ারা। তারপর থেকে সে আর শ্বশুরবাড়ি যেতে রাজি নয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন মাইতিকে এসে সব কথা খুলে বলেন। মনোয়ারা জানায় সে ক্লাস চালিয়ে যেতে চায়। উচ্চ শিক্ষাই লক্ষ্য মনোয়ারার। বুধবার প্রধান শিক্ষক মনোয়ারার বাবা গোলামউদ্দিন শেখ ও মা এসমা শেখকে ডেকে পাঠান। তাঁদের মতামত জানতে চান। বাবা–মা দু'জনেই মেয়ের এই সিদ্ধান্ত মেনে নেন। মনোয়ারারা ৩ বোন ও ২ ভাই। বাবা মুরগি ছানা বিক্রি করেন। খুব কষ্টের সংসার।

স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে বাবা–মায়ের সঙ্গে মনোয়ারা। ছবি: প্রতিবেদক

কোনমতে চলে সংসার। মনোয়ারা আর বাড়ি থেকে পড়াশুনো করতে রাজি নয়। এখন থেকে স্কুলের হস্টেলে থাকবে সে। মনোয়ারা বলে, আমার ভাল কিছু বুঝে ওঠার আগে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমি পড়াশুনো কখনও বন্ধ করিনি। এবার শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে তাই আবার বাড়িতে পালিয়ে এসেছি। আমি বিয়ে ভেঙে দিতে চাই। আগে পড়াশুনো, তারপর সময় হলে বিয়ে করতে চাই। নিজের পায়ে দাঁড়ানো আমা লক্ষ্য।' প্রধান শিক্ষক চন্দন মাইতি বলেন, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী–র মতো প্রকল্পের জন্য আজ মেয়েরা স্কুলমুখো। সেখানে মনোয়ারা অল্প বয়সের বিয়ে ভেঙে অন্য দৃষ্টান্ত তৈরী করল। ওর প।াশুনোর সব খরচ স্কুল বহন করবে।'

মাদক খাইয়ে গণধর্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোদালিয়া গার্লস স্কুলের ছাত্রী সোনারপুর এলাকার মানিকপুরের নাথ পাড়ার বাসিন্দা, বন্ধুর অনুরোধে নরম পানীয় ও চকোলেট খেয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললে তাকে গণধর্ষণ হয়। ঘটনাটি ঘটে রথতলায়। মানিকপুরের কাউন্সিলর সৌমেন মোহন ঘোষাল বলেন, ছাত্রীর সেদিন সোনারপুরে যাবার কথা ছিল। বন্ধু অর্ঘ্য দাস ফোন করে রাজপুর ফাঁড়িতে চলে আসতে বলে। সেখানে কোল্ড ড্রিংক খাইয়ে সেখান থেকে বাইকে চাপিয়ে নিয়ে যায় রথতলায় বন্ধু উৎপল গায়েনের বাড়িতে, সেখানে উপস্থিত ছিল উৎপল, তনুজিৎ মিত্র ও আর এক জন। সেখানে ঘটনার দিন দুপুরে বসে ছিল মদের আড্ডা। এবং বাড়িতে কেউ না থাকায় সুযোগ নেয় তারা। মেয়েটিকে পানীয় ও চকোলেট খাওয়াতেই অচৈতন্য অবস্থা হয়ে গিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে। এই সময় বাড়ির বাইরে যায় উৎপল মদ আনতে। উৎপলের কাকা নিমাই গায়েন এসে দরজার বাইরে একটি মেয়ের জুতো দেখতে পেয়ে দরজা ধাক্কাতে তনুজিৎ বেরিয়ে নিমাইবাবুকে মারতে যায়। নিমাইবাবু বলেন আমি বাড়ির মালিক। বাথরুমে দরজা ছিটকিনি ভেঙে দেখে মাটিতে শুয়ে পড়ে আছে ছাত্রীটি। গায়ে কোনো বস্ত্র নেই, রক্ত ঝরছে এই দেখে একজন পালিয়ে যায়। কিন্তু ধরে ফেলে তনুজিৎকে। পাড়ার লোকজনদের ডাকাডাকি করতে সবাই চলে আসে । দেখে মেয়েটির গায়ে আঘাতের চিহ্ন। উৎপলের বৌদি এসে দেখে অন্তর্বাস, বিছানার চাদর, বালিশ সব কিছুতেই রক্তের দাগ। খবর পৌঁছায় ছাত্রীটির বাড়িতে। মা ও দিদি জামাইবাবু সবাই এসে দেখে জিনস্প্যান্ট, গেঞ্জি, মোবাইল মানিব্যাগ কোনো কিছুই পাওয়া যায়নি। এরপর কোনো রকমে ম্যাক্সি পড়িয়ে সুভাষগ্রাম গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। রেফার হয় পিয়ারলেসে। বুধবার ছাত্রীর মা সকাল ১১–৩০ মিনিটে সোনারপুর থানায় গিয়ে এফআইআর করে (নং২২৭)। সুত্রের খবর মেয়েটি বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিল শুধু তাই নয় ফেসবুকে একটি অ্যাকাউন্ট ছিলো সমৃদ্ধি চক্রবর্তি বলে। বাড়ির লোকদের বক্তব্য এরকম ভাবে মেয়েটিকে ডেকে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করলো এদের উপযুক্ত শাস্তি হওয়া দরকার। অন্য দিকে সোনারপুর থানা গ্রেপ্তার করেছে অনুজিৎ মিত্রকে বাড়ি (হরিনাভী), উৎপল গায়েন (রথতলা), অর্ঘ্য দাস (রাজপুর)।

উদ্ধার ছাত্রী

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : একেবারে হিন্দি ফিল্মের কায়দায় সাদা স্করপিও গাড়ি করে এসে টোটো চালকের কপালে বন্ধুক ঠেকিয়ে অপহরণ করলো এক কলেজ ছাত্রীকে । ঘটনাটি ঘটে সোনারপুরের মন্দিরতলা এলাকায়। সূত্রের খবর– আশুতোষ কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী সহেলী পাল পার্ট টাইম হিসাবে চাকরি করতো একটি মোবাইলের দোকানে । গত শনিবার রাতে প্রতিদিনের মত কাজ সেরে সোনারপুর কামরাবাদ রেলগেট থেকে টোটোয় চেপে বাড়ি ফিরছিলেন, ভৌমিক পার্ক এলাকায়। সেই সময় মন্দিরতলায় স্করপিও গাড়ি থেকে নেমে ৩ জন যুবক টোটো থেকে ওই যুবতীকে নামিয়ে সোজা গাড়িতে তুলে নেয় । টোটো চালক সংকীর্তন হালদার চিৎকার করে বাধা দিতে গেলে তার কপালে বন্দুক ঠেকায় বলে অভিযোগ। ভয়ে দুস্কৃতীদের রাস্তা ছেড়ে দেয় টোটো চালক । স্করপিও গাড়ি স্টার্ট দিতেই ফের টোটো চালক চিৎকার করে এলাকার লোকজন জড়ো করে সোনারপুর থানায় খবর দেয়। ঘটনার ১২ ঘন্টার পর পুলিশ সহেলীকে উদ্ধার করে। এবং দুজনকে গ্রেপ্তার করে। জানা গেছে তিনজনের মধ্যে একজন সহেলীর প্রাক্তন প্রেমিক।

উদ্ধার ঝুলন্ত মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোনারপুরে সুভাষগ্রাম পূর্বায়ন থেকে উদ্ধার হল এক বৃদ্ধার ঝুলন্ত মৃতদেহ। সোনারপুর থানার পুলিশ এসে উদ্ধার করে দেহটি। নাম শীলা মল্লিক। সকালবেলা শীলা দেবীর মেয়ে সন্দীপা দে বাড়িতে এসে দেখেন ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। অনেক ডাকাডাকি করেন সন্দীপা। দরজা না খোলায় সন্দেহ হয় সন্দীপার। পাড়ার লোকজনদের ডাকলে তারা তখন দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকে। সবাই তাকিয়ে দেখে ঘরের সিলিং–এ ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে সন্দীপার মা । সোনারপুর থানায় খবর দিলে, পুলিশ এসে উদ্ধার করে প্রৌঢ়াকে । ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয় দেহ।পুলিশের অনুমান বৃদ্ধা নিজে আত্মঘাতী হয়েছেন। এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সোনারপুর থানার পুলিশ ।

দোকানদার খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বারুইপুরে এক পান বিড়ির দোকানদার খুন হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে বৈদ্যপাড়ায় চাঞ্চল্য ছড়ায় । নাম রফিক মিঞা। সোমবার সকালে রফিকের দেহ রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে বারুইপুর থানায় খবর দেয় এলাকার লোকজন। পুলিশ এসে মৃত দেহ উদ্ধার করে। প্রাথমিক অনুমান রফিকের দেহে বেশ কিছু জায়গায় ক্ষত চিহ্ন দেখা গেছে। কিন্তু কে বা কারা এই খুন করল বা কিসের জন্য খুন সে ব্যাপারে তদন্ত চালাচ্ছে বারুইপুর থানার পুলিশ। এলাকা সুত্রের খবর রফিক প্রতিদিন দোকান খোলা রাখত রাত ১টা পর্যন্ত। এলাকায় ভালো ছেলে বলে পরিচিত ছিল রফিক। সেখানে রাতে অনেকে মদ্যপ অবস্থায় পানের দোকানে এসে ধার–বাকিতে সিগারেট পান খেতে চাইতো। কিন্তু রফিক ধার বাকি দিতো না। সেই নিয়ে অনেকের সঙ্গে বচসা হোত। এবং বার কয়েকবার ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলো রফিক। মৃত্যু কি কারণে হয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। অবশেষে ধরা পড়ল রফিকের খুনি মহম্মদ আলি লস্কর। সে বলে গাছের ডাল দিয়ে মেরে ফেলে রফিককে।

টিকিয়াপাড়া স্টেশন সংলগ্ন রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ

অমিয় কুমার অধিকারি : হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ৯ নম্বর ওয়ার্ডে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করেছে। গত ১৮ জানুয়ারি '৮ থেকে কাজ শুরু করা হয়েছে বলে অফিসসূত্রে প্রকাশ। টিকিয়াপাড়া কোচিং কমপ্লেক্স ইআর–এর উত্তরে নোনাপাড়া শিবমন্দির থেকে পূর্বমুখী পরভু দেবীর বাসস্থান পর্যন্ত তথা কর্পোরেশনের সদ্য নির্মিত ২টি মলত্যাগের ঘরের কাছ পর্যন্ত, মাটির কাজ সম্পন্ন দেখা যায় ৭ ফেব্রুয়ারি '৮১। জমা জল ড্রেনেজের মাধ্যমে নিকাশি ব্যবস্থার উদ্যোগে কাজ চলছে। ৯ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার বিভাস চন্দ্র হাজরার সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করলে স্বল্প কথায় এড়িয়ে যান বিস্তারিত প্রকল্পের উদ্যোগ প্রসঙ্গে। তিনি জানান শারীরিক অসুস্থতার কারণে এই ব্যাপারে শিডিউল এবং অর্থনৈতিক বরাদ্দ জানাতে পারছেন না। হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সঙ্গে ২০১৫ সালে বালি মিউনিসিপ্যালিটি যুক্ত হয়ে ৬৬টি ওয়ার্ডের দায়–দায়িত্ব বহন করে চলেছেন হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়র ডঃ রথীন চক্রবর্তী ।

কানের দুল দিতে অস্বীকার, স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে

আনন্দ সাহা, মুর্শিদাবাদঃ মদ খাওয়ার জন্য সোনার কানের দুল খুলে না দেওয়ায় স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। মৃতার নাম সোনালী বিবি(২৫)।অভিযুক্ত স্বামী মুর সেলিম শেখ । মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি থানার অন্তর্গত আন্দুলিয়া গ্রামের সহিসপাড়ার ঘটনা। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত স্বামী পলাতক। খবর পেয়ে কান্দি থানার পুলিস ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কান্দি মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পুলিস অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর সাতেক আগে জেলার কান্দি থানার অন্তর্গত আন্দুলিয়া গ্রামের সহিসপাড়ার সোনালী বিবির সঙ্গে ভরতপুর থানার অন্তর্গত মুর সেলিম শেখের বিয়ে হয়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই অভিযুক্ত মদ খেয়ে বাড়িতে এসে নানা অজুহাতে সোনালী বিবিকে মারধর করত। স্বামীর অত্যাচার সহ্য না করতে পেরে বাবার বাড়িতে এসে আশ্রয় নেয় সোনালী বিবি। কিন্তু তাতে স্বামীর অত্যাচার থেকে রেহাই মেলে নি।

মৃতার বোন সুন্দরী খাতুন বলেন, কাল সন্ধেয় জামাইবাবু আমাদের বাড়িতে এসে জামা কেনার অছিলায় মদ খাওয়ার জন্য দিদিকে কানের দুল দিতে বলে। দিদি কানের দুল দিতে অস্বীকার করলে দিদিকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। এরপরে দুইজনের মধ্যে ঝামেলা মিটে যায়। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ জামাইবাবু দিদিকে শৌচকর্ম করার জন্য ডেকে নিয়ে যায়। তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়ি। রাত ১২টা নাগাদ ঘুম ভেঙে যায় আমার। শুনতে পাই দিদির বাচ্চা কাঁদছে। ঘরে কেউ নেই। আমি তখন আব্বা ও আম্মিকে ঘুম থেকে ডেকে তুলি। অনেক খোঁজাখুঁজি করে দিদি জামাইবাবুর কোনও খোঁজ পাই নি। সকালে এক প্রতিবেশী গ্রামের বেল পুকুরের ধারে দিদির মৃতদেহ দেখতে পেয়ে বাড়িতে খবর দিলে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে দিদির মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখি। কান্দি থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন , মৃতার পরিবারের পক্ষ থেকে মৃতার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তের খোঁজের পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মহানগরে

পুর বিজ্ঞাপন বাবদ রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি

বরুণ মন্ডল : কলকাতা পুরসংস্থার অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে বিজ্ঞাপন বাবদ রাজস্ব আদায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৭–'১৮ অর্থবর্ষের মূল বাজেটে বিজ্ঞাপন বাবদ কর আদায় ধরা হয়েছিল ১০ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। সেখানে চলতি অর্থবর্ষের প্রথম ন'মাসে ২০১৭–র ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিজ্ঞাপন বাবদ আদায় হয়েছে ২০ কোটি ৫৮ লক্ষ ৮০ হাজার ৯৬৫ টাকা। মোট ডিমান্ড করা হয়েছিল ২৫,৭৭,২০,৪৯২ টাকা। অনাদায়ী রয়েছে ৫,১৯,৩৯,৫২৭ টাকা। যদিও পুর বিজ্ঞাপন দফতর সূত্রে জানা যাচ্ছে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত দফতরের অনাদায়ী পরিমাণ ৫,১০,০৩,৯৬৭ টাকা। এবং সেই টাকা উদ্ধারের জন্য বিজ্ঞাপন দফতর সূত্রে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে।

কলকাতায় নতুন নেতাজি সংগ্রহশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার মুকুটে নতুন পালক সংযোজিত হতে চলেছে জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাঙ্গণে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী মহেশ শর্মা ঘোষণা করেছেন দিল্লি ও কলকাতায় নেতাজি সংগ্রহশালা গড়ে তোলা হবে। উনি জানিয়েছেন, দিল্লিতে সেভাবে নেতাজির কর্মকাণ্ডের স্মৃতিকে ধরে রাখার ব্যবস্থা হয়নি। ইন্দিরা গান্ধির স্মৃতিতে নির্মিত আর্ট সেন্টারের কিছু জমি নিয়ে আগামী দিনে নেতাজি সংগ্রহশালা গড়ে তোলা হবে। কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারের পুরনো ভবনটিকে নেতাজি সংগ্রহশালা হিসাবে চিহ্নিত করা হবে। নেতাজির সম্পর্কিত দলিল, বইপত্র ছাড়াও বাংলার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নানা দলিলপত্র সংগ্রহ প্রদর্শিত হবে। নেতাজি অনুরাগী ও গবেষক মহলে এই নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গিয়েছে। অনেকেই প্রতিবেদককে জানিয়েছেন এলগিন রোডে নেতাজি ভবনে 'নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর' মতো পরিবারকেন্দ্রীক কোনও গবেষণাগার যেন না হয়ে ওঠে নতুন সংগ্রহশালাটি। উল্লেখ্য, নেতাজি ভবনে গবেষকরা অনেকেই গবেষণার সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

তাঁদের প্রত্যাশা আগামী দিনে জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাঙ্গণে গড়ে ওঠা নতুন সংগ্রহশালাটি প্রকৃত অর্থেই দেশের মানুষের এবং বিশ্বের নেতাজি গবেষকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠুক। সেখানে যেন মিথ্যা তথ্য ও ভুল জিনিস প্রদর্শিত না হয় এটাই তাদের প্রত্যাশা।

ভারত সেবাশ্রমের শিবরাত্রি মহোৎসব ও ধর্ম সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : শ্রীশ্রী শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে ভারত সেবাশ্রম সংঘের হিন্দুধর্ম শিক্ষা সংস্কৃতি সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছিল। ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ প্রণবানন্দ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে এক শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। শোভাযাত্রার উদ্বোধনের জন্য উপস্থিত থাকার কথা ছিল রাজ্যের মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের কিন্তু অনিবার্য কারণের জন্য তিনি উপস্থিত হতে না পারায় সবুজ পতাকা দেখিয়ে সবুজ পতাকা দেখিয়ে পদযাত্রা আরম্ভ করেন সংঘের সম্পাদক দিলীপ মহারাজ। পদযাত্রায় বিভিন্ন জেলা থেকে আসা সংঘ শাখার তরফ থেকে ভক্ত, সন্ন্যাসীরা অংশ গ্রহণ করেন।

এছাড়াও ছিল সাঁওতাল নৃত্য ও বিভিন্ন লোকনৃত্য। ছিল লাঠিখেলা ও আরও অনেক কিছু। কিন্তু বালিগঞ্জ থেকে রাসবিহারী পর্যন্ত পুলিশের ঢিলেঢালা ভাবমূর্তির জন্য কিছুটা ছন্নছাড়া হয়ে যায় পদযাত্রা। তবে রাসবিহারীর পর থেকে সুষ্ঠ ব্যবস্থা নিয়েছিল ওই এলাকার থানা। তাই পদযাত্রা শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবেই সম্পূর্ণ হয়েছে। এরপর ১৩ ফেব্রুয়ারি লাঠি ছোরা ইত্যাদি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। এছাড়াও ছিল বৈদিক শান্তি যজ্ঞ। বিকেল ৫টায় আচার্য প্রণবানন্দ জয়ন্তী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় ছিল বিশ্ব মৈত্রী স্থাপনে স্বামী প্রণবানন্দ। সম্মেলন শুরু হয় ভারতসেবাশ্রম সংঘের বিদেশ বিভাগীয় সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী মহারাজের ভাষণের মাধ্যমে। বক্তব্য রাখেন শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর মিত্র, স্বামী গুরুপাদানন্দ, স্বামী সংযুক্তানন্দ এবং স্বামী সাধনানন্দ এবং সবশেষে ছিল সংস্কার ভারতী রেপার্টরির নর নারায়ণ নাটক। এরপর ১৪ ফেব্রুয়ারি মহা শিবরাত্রির দিন হিন্দু শিক্ষা সংস্কৃতি সম্মেলনের বিষয় ছিল হিন্দুধর্মে সার্বজনীনতা। সম্মেলন শুরু হয় ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রচার সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী শাশ্বতানন্দজী মহারাজের বক্তব্যের মাধ্যমে। সভাপতিত্ব করেন কোলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি শ্রী তপনকুমার মুখার্জী। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন টেকনোইন্ডিয়া কলেজ এবং ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ, স্বামী দিব্যানন্দ, স্বামী প্রদীপ্তানন্দ এবং পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. প্রতাপ চন্দ্র মাইতি। এছাড়াও রাত্রে ছিল অরিন্দম গাঙ্গুলি ও সম্প্রদায়ের ভক্তিমূলক সঙ্গীতানুষ্ঠান।

এদিন সকাল থেকে রাত অবধি ভক্ত সমাগমে ছিল আশ্রম প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ। সকলেই শিবের মাথায় জল ঢেলে প্রসাদ নিয়ে ব্রত উদযাপন করেন।

দখিনের জানালা

সাবর্ণ বাড়ির উঠোনে ইতিহাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার বর্ণময় ইতিহাস আজও অদম্য আকর্ষণের বিষয়। আর সেই সেই ইতিহাস যদি সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের উঠোনে, আটচালায়, বৈঠকখানায়, ঘরে দেখা যায় তার স্বাদ বহুগুণে বেড়ে যায়। গত ৪ থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি মাত্র চার দিনের জন্য এমনই এক স্বাদ গ্রহণের সুযোগ করে দিল সাবর্ণ পরিবার বেহালা শিলপাড়ায় তাঁদের ঐতিহাসিক বাস ভবনে। নাম আন্তর্জাতিক ইতিহাস উৎসব। ছোট পরিসরে ঘরে–বারান্দায় জমাট বাঁধা চাপ চাপ ইতিহাস। এবারে ১৫তম উৎসবে থিম কান্ট্রি থাইল্যান্ড। ছিল ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্য চৌধুরী রেট্রোস্পেকটিভ। এই পরিবারেরই সদস্য প্রখ্যাত গীতিকার ও সুরকার প্রণব রায়েরও ছোঁয়া পাওয়া গেল এখানে। সঙ্গে রয়েছে সাবর্ণ পরিবারের জিনিসপত্রে। চৌধুরীদের হালিশহরের আদি বাড়ির ইঁট ও পাথরের নামফলক থেকে শুরু করে এদের চাল রাখার মাটি জালা আজ ঐতিহাসিক নিদর্শনের তালিকায়। পরিবারের নবীন সদস্য অর্চন চৌধুরী ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন বাস্তুয় ইতিহাসের সম্ভার। বললেন এবারের মূল আকর্ষণ চৌধুরী পরিবারের সদস্যদের উদ্দেশ্যে লেখা বিভিন্ন বিশিষ্ট জনের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র। অর্চন আজও জানালেন সাবর্ণ বাড়ির এই মিউজিয়াম প্রতিদিন নিয়ম করে খোলা হয় দর্শকদের জন্য। মনে হল ইতিহাসের মায়া কাটিয়ে বেরোন মুশকিল। তাও নিয়ম মেনে ফিরতে হল। আরও মনে হল সাবর্ণ বাড়ির এইসব অমূল্য সামগ্রীর আরও যত্ন ও সংরক্ষণ প্রয়োজন। যখন ফিরছি তখনও মাইকে বাজছে ইতিহাসের প্রশ্ন–উত্তর পর্ব। হাজির বিদেশিরাও। এমন উৎসব সার্থক হোক ইতিহাসের আলোকে।

মানুষ গড়ার কারখানা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কুড়িয়ে–কাঁচিয়ে আনা মনুষ্যত্বের উচ্ছিষ্ট থেকে মানুষ তৈরি করার একটি কারখানার নাম বিবেকানন্দ আদর্শ মিলন মন্দির। টালিগঞ্জ রেল ব্রিজের তলা, চেতলা লক গেট, হরিদেবপুর প্রভৃতি জায়গায় চলা এদের সাতটি নৈশ সেন্টারে পড়াশুনা, খেলাধুলো, হাতের কাজের সঙ্গে নিঃস্বার্থ ভাবে মানুষের জন্য কাজ করতে শিখছে ১৭০ জন দুঃস্থ ছাত্র–ছাত্রী। ১৯৮৭ সাল থেকে ইতিমধ্যে প্রায় চার হাজার জন মন্দিরের সাফল্যকে উজ্জ্বল করেছে। সভাপতি সুপ্রতীপ চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক গৌরাঙ্গ পুরকাইতের সঙ্গে এই কাজে বিনা পারিশ্রমিকে হাত বাড়িয়েছেন ৩৫ জন শিক্ষক–শিক্ষিকা। এদের মধ্যে অনেকেই এই মন্দিরের প্রাক্তণী। শুধু কচি কাঁচারা নয় এখানে সেলাই শেখেন প্রায় ৩০ জন মহিলা।

গত ১১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় টালিগঞ্জ রেলব্রিজের কাছে জমিদার মাঠে এদের সঙ্গে দেখা হল মন্দির আয়োজিত এক বিজ্ঞান মেলা। ছাত্রছাত্রীরা এখানে হাজির হয়েছিল তাদের বিজ্ঞান সামগ্রী নিয়ে। নিজেদের মত করে বুঝিয়ে দিল বিজ্ঞানের নানা তত্ত্ব। সঙ্গে ছিল নাচ–গানের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ভাবতে ভালো লাগে আজকের অবক্ষয়ের যুগে এখনও কিছু নিঃস্বার্থ মানুষ সমাজের আবর্জনা দূর করতে সচেষ্ট। এরা আছেন বলেই এখনও মনুষত্ব কিছুটা হলেও বেঁচে রয়েছে। তবে গৌরাঙ্গ সুপ্রতীপদের মন্দিরের সোপানতলে আরও মানুষের মিলিত হওয়ার প্রয়োজন সুস্থ সমাজের স্বার্থে।

মাঙ্গলিকী

ত্রিসপ্তকের আসরে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাদক শিল্পী, প্রতিটি আসরে শ্রোতা হিসাবে যিনি উপস্থিত থাকেন সেই মথুরা কুমার দাসকে সংবর্ধনা জানালেন ঋষিণ মিত্র, নিত্যানন্দ দাস।

লিটল ম্যাগাজিন জগত সেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেশ কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত হল 'অন্য চোখ' সাহিত্য পত্রিকার 'সাহিত্য সংস্কৃতি সন্ধ্যা' অবনীন্দ্রনাথ সভাঘরে। অনুষ্ঠান ৩৫ মিনিট দেরিতে শুরু হলেও সার্বিকভাবে অনুষ্ঠানটি সুশৃঙ্খলভাবেই সমাপ্ত হয়। এজন্য অবশ্যই অভিনন্দন জানাতে হয় পত্রিকার সম্পাদক গৌর দাস সহ পত্রিকা গোষ্ঠী ও উদ্ভাস সাহিত্য সংসদকে। স্বাগত ভাষণ দেন অনুষ্ঠানের সভাপতি, শিক্ষাবিদ অমিত দে মহাশয়। মঞ্চে তাঁকে ও এই সাথে কবি মুরারী মোহন চক্রবর্তী, সঙ্গীত শিল্পী রাজু মুখোপাধ্যায়, অন্য চোখ সাহিত্য সংগঠনের সভাপতি রাঘবেন্দ্র দাস, উদ্ভাস সাহিত্য সংগঠনের সভাপতি স্বপন পোদ্দার, কবি সাহিত্যিক অনুষ্ঠানের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ রায় প্রমুখকে উত্তরীয় ও পুষ্প স্তবক দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। এদিন নিজেদের সংগঠনের পরিচয় তুলে ধরে আরও ভাষণ দেন উদ্ভাস সাহিত্য সংগঠনের সভাপতি স্বপন পোদ্দার। উদ্বোধনী সঙ্গীত ('তুমি নয় নাই এলে কাছে') পরিবেশন করলেন সঙ্গীত শিল্পী শ্রীকুমার মোহান্তি (উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসাবে শিল্পীর নির্বাচিত গান একেবারেই ঠিক ছিল না।)।

এ দিন মঞ্চে 'অন্য চোখ', 'আগডুম বাগডুম', 'আগামী বার্তা' পত্রিকাগুলির সাম্প্রতিক সংখ্যাগুলির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটল। আরও প্রকাশ ঘটল কবি সুশীল দাসের কাব্য গ্রন্থের। 'অন্য চোখ'-এর সম্পাদক, কবি, প্রবন্ধক গৌর দাস পত্রিকার বিষয়ে সুচিন্তিত ভাষণ পাঠ করলেন। এছাড়াও 'আগামী বার্তা' পত্রিকার সহঃসম্পাদক কবি সুশীল দাসও যথাযথ ভাষণ দেন। সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চা নিয়ে অতি সমৃদ্ধ ভাষণ দিলেন প্রাক্তন অধ্যাপক অমিত দে। বরিষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী রাজু মুখার্জী (প্রয়াত বিখ্যাত অভিনেতা নীতিশ মুখার্জির পুত্র) সেই চিরকালের বাংলা গানের কিছু ('আমার গানের স্বরলিপি লেখা হবে', 'ঝড় উঠেছে') শুনিয়ে সাহিত্য–সংস্কৃতির সন্ধ্যাটিকে যেন 'ঝাড় লন্ঠনের দ্যুতিতে' উজ্জ্বল করলেন। এদিন প্রকাশিত ৩টি সাহিত্য পত্রিকার লেখাগুলি নিয়ে সুন্দর বিশ্লেষণ ধর্মী আলোচনা করলেন সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ রায়। আবার তিনি বিশিষ্ট কবি হিসাবে কবি সুশীল দাসের কাব্য গ্রন্থটিরও একই মাত্রার উজ্জ্বল সমালোচনা করলেন।

এদিন বেশ কিছু কবি গল্পকার মঞ্চে তাঁদের কবিতা গল্প শোনালেন। এই সাথে সাহিত্য সংস্কৃতি সংগঠনের কর্ণধারদের সম্মাননা পুরস্কার দেওয়া হল। এঁদের মধ্যে ছিলেন মুরারী মোহন চক্রবর্তী, পামেলা সূর (ইদানীং লিটল ম্যাগাজিন জগতে সেরা কবি)। সুকুমার মণ্ডল (সেরা গল্পকার)। আবার তিনিই ১৫ বছর ধরে তরুণ দলের ব্যবস্থাপনায় চলা মাসিক সাহিত্য সভার জন্য বিশেষ পুরস্কার পেলেন (যে পুরস্কারের আবার ভাগ পেলেন আলিপুর বার্তা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের জনৈক বরিষ্ঠ সাংবাদিক!)। বিশেষ উল্লেখ্য, সুকুমার মণ্ডল আলিপুর বার্তার বিভাগীয় সম্পাদক, এই সাথে 'তারুণ্য' ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক। বলা বাহুল্য সুকুমার মণ্ডলের সার্বিক সম্মাননার জন্যে আলিপুর বার্তার প্রকাশনা সংস্থা নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সদস্যবৃন্দ গর্বিত।

সবশেষে অভিনন্দন এদিনের অনুষ্ঠানের অতি উজ্জ্বল সঞ্চালক সুদেশ ঘোষকে। অভিনন্দন সুন্দর সাহিত্য–সংস্কৃতির সন্ধ্যাটির ব্যবস্থা করার জন্য মিতবাক কবি গৌর দাসকে।

সবপেয়েছি আসরের শাখা চেতলা আসর, শিশুদের গড়ে তোলাই প্রধান কাজ চেতলা আসরের। ছোট ছোট শিশুদের নাটক, নাচ, গান প্রভৃতির প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে চেতলা আসর। প্রত্যেক বছরের মতো সরস্বতী পুজো, নেতাজি জয়ন্তী, সাধারণতন্ত্র দিবসের মতো বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানও আয়োজন করে এই আসর। এবছর ৬২তম প্রতিষ্ঠা দিবসেও তার অন্যথা হয়নি। নবীন প্রবীণদের নিয়ে নেতাজি জয়ন্তীর দিন সকালে এক শোভাযাত্রা পরিক্রমা করল পুরো চেতলা। সঙ্গে ছিল চেতলার অগণিত সংস্কৃতিমনস্ক মানুষজন। পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে আসর প্রাঙ্গণে এই পদযাত্রার উদ্বোধন করলেন শিক্ষাবিদ তথা চেতলার গর্ব মনোতোষ দাসগুপ্ত। পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিল এলাকার বিভিন্ন স্কুল, সামাজিক সংগঠন, ক্লাব, দোকানদারেরা সকলেই। পদযাত্রার প্রথমে চোখে পড়ে প্রতিষ্ঠাতা অখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)কে শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি ফ্লেক্স। এছাড়াও রণপা, ব্রতচারী, আদিবাসী নৃত্যসহ বিভিন্ন জিনিস দিয়ে সুসজ্জিত ছিল পদযাত্রা।

ক্লাব রেডসানের রজত জয়ন্তী

দেবাশিস রায়, কাটোয়া, ১২ ফেব্রুয়ারি: পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার পানুহাটে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ক্লাব রেডসানের রজতজয়ন্তী বর্ষ পূর্তি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্প্রতি সম্পন্ন হল। এলাকার ইঁদারাপাড়ে লুমলেস ময়দানে আয়োজিত তিনদিন ব্যাপী বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কাটোয়া ভারতী ভবন উচ্চতর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ডঃ দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কবিগান পরিবেশন করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কবিয়াল অসীম সরকার। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন বাংলার জনপ্রিয় শিল্পীজুটি গঙ্গাধর – তুলিকা। এসব ছাড়াও ক্লাবের পক্ষ থেকে প্রায় দু'মাস ব্যাপী এলাকায় বাড়ি বাড়ি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। অভিনব এই কর্মসূচির মাধ্যমে কয়েক হাজার বিভিন্ন ধরনের গাছের চারা লাগানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, এইসব চারাগাছ যাতে যথাযথভাবে বেড়ে উঠতে পারে সেবিষয়েও সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন ক্লাব সদস্যরা।

ক্লাবের অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা পরিক্ষিত পাল বলেন, আমাদের ক্লাব রেডসানের প্রতিষ্ঠার এবার রজতজয়ন্তী বর্ষ পূর্তি। সেই কারণে এলাকায় কয়েক হাজার বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সহ নানাবিধ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এবারের বাৎসরিক অনুষ্ঠানকে স্মরণীয় করে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। এই মহতী কাজে ক্লাব সদস্যদের পাশাপাশি এলাকার বাসিন্দারা নানাভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় আমরা আপ্লুত।

'আলাস্কা' অভিযানের ভ্রমণ কাহিনী

মলয় সুর : 'টাইম লাইন আলাস্কা' অভিযান শুধুমাত্র বই নয়। ছবির অ্যালবাম। আজ থেকে ১৬ হাজার বছর আগে সূর্যমুখী মানুষ সাইবেরিয়া ছেড়ে পায়ে হেঁটে অধুনা লুপ্ত বেরিং ব্রিজ পেরিয়ে প্রথম আশ্রয় নিয়েছিল আলাস্কার কোলে। জার সম্রাট পিটার দ্য গেট ১৭২৪–এ যখন প্রথম আলাস্কা অভিযানের পরিকল্পনা করেছিলেন, তখন তার মূল চালিকা শক্তি ছিল অনুসন্ধিৎসা। কালক্রমে তা পরিণত হয়েছিল আগ্রাসনে । আদিবাসীদের জীবন ত্রাসে ভরে গিয়েছিল। আলাস্কার ভূমিপুত্রদের কয়েক হাজার বছরের একমাত্রিক জীবন যাপনের পরিবর্তন এনেছিল ১২৫ বছরের রাশিয়ান শাসন। চন্দননগর গোপালবাগের বাসিন্দা পেশায় খ্যাত অস্থি শল্যবিদ ডাক্তার ভাস্কর দাস লিখিত বই 'টাইম লাইন আলাস্কা'। বইটির ১০টি বিভাগেই রয়েছে রোমাঞ্চিত ও উপভোগ্য বিষয়। আলাস্কা ওই ভূখণ্ড সম্পর্কে পড়লে এক অর্থে ইতিহাস এবং ভূগোল সবকিছুই জানা হয়ে যায়।

চন্দননগর স্ট্র্যান্ড রোডের ধারে ঐতিহাসিক ফরাসি মিউজিয়ামে শনি ও রবিবার দু'দিনের অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রথমদিন সন্ধ্যায় বইটি প্রকাশিত করেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা সুষমা বসু। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক গুরুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ ভাস্কর দাসের মা সলিলা দাস। অনুষ্ঠান সূচনা হয় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও 'উত্তরণ' সংস্থার মহিলা শিল্পীদের সমবেত কণ্ঠে গান পরিবেশনের মাধ্যমে এক অন্যমাত্রা পেয়েছিল। আলাস্কা নিয়ে ভাস্কর বাবুর নির্মিত ও পরিচালিত ২২ মিনিটের স্লাইড শো 'স্টেপিং অন আলাস্কা' নিয়ে অসাধারণ দুর্লভ ছবি দেখানো হয়। যা দেখে দর্শকদের গায়ে কাঁটা দেওয়া শুরু হয়। দ্বিতীয় দিন শিল্পী হৈমন্তী দাসের আবৃত্তি পরিবেশনেই অত্যন্ত মনোগ্রাহী। অতি সুন্দর নিবেদনে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। পেশায় ভাস্কর দাস একজন অর্থোপেডিক চিকিৎসক হয়েও দীর্ঘদিন তিনি ব্যস্ততা থেকে সময় বাঁচিয়ে ফটোগ্রাফিতে মগ্ন থাকেন। এদিন তাঁর অসাধারণ দক্ষতায় তোলা বিরল ফটোগুলি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এমন সুন্দর একটি রুচিশীল মার্জিত অনুষ্ঠান চন্দননগরের এলিট শ্রেণির দর্শকদের বহুদিন মনে থাকবে সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠ সঞ্চালনায় ছিলেন অমিত মিত্র।

ব্যবধান
অর্চনা ঘোষ

শেষ কথাটা বলার আগে ও বলার পরেকার
সময়ের তফাতটা পেরোতে খানিকটা সময় চাই
যদি তাকে শান্ত নিস্তরঙ্গও দেখি
তাহলেও ঝুরঝুরে হাওয়ায় একটা কাঁপন জাগে
পুরোনো জামাটায় সুতোর বুননে নিষ্পাপ নিপুণতা
কেবল মাঝখানে খানিকটা ছেঁড়াখোঁড়া ঋতু
চলে যাবার মুহূর্তে ফিরে ফিরে দেখে
মৃদু আহত কোন গান বাতাসে ভেসে বেড়ায় অলৌকিক
ধরাছোঁয়ার অতীত শুধুমাত্র অনুভবে
কোন এক স্টেশন থেকে ছেড়ে যাওয়া শেষগাড়ি
যাত্রীবোঝাই ভিড়ের ভিতর প্রত্যেক দিন হারিয়ে ফেলা নিজেকে
অজস্র মুখের মিছিলে অসাধারণ এক দৃষ্টিপাত
শুধু ট্রেন চলে যায় প্রত্যেকদিন তাকে নিয়ে
কিছু মুঠো ভরে, কিছু বা হাত ফসকে পালানো
শৈশব লোকাল কবে হারিয়ে ফেলে আপন সৌরভ
জানালা ভরা বাতাসও ডাকাতি করে নেয় সহজে
কত অচ্ছুত্ পাঁচালির ঘেরে বিজাতীয় রাগে মগ্ন হয়ে
উড়িয়ে দেওয়া অন্তরঙ্গতা তৈরি করে দেয় ব্যবধান
কেননা কোন মুহূর্ত কখন যে খসে পড়ে জীবন থেকে!
(কাকদ্বীপ, দঃ ২৪ পরগনা)

উড়ানের ডাক
ঝুনু ভৌমিক

এখন ভোর, ঝমঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে
জানালার কাঁচে বৃষ্টির ফোঁটা বিন্দু বিন্দু।
প্রকৃতিটা কেমন ঠাণ্ডা, জীবন্ত
বৃষ্টির আড়ালে প্রেম করে চখাচখি
ডানা মেলে দিতে ইচ্ছে করছে
ঐ দূর দিগন্তে
উড়ে যায় এক ঝাঁক বক
মন থেকে মুছে যায় বিষন্নতার ঝাঁক
শুনতে পাই উড়ানের ডাক
সম্পূর্ণ আশা পরাজয় দায়ীত্বের ভীষণ ওজন
সংসার ডাকে, জীবন ডাকে, সম্পর্ক ডাকে
সে সব ধুত্তোর করে
ডানা মেলে দিতে ইচ্ছে করছে ।
আজ সারাদিন বৃষ্টি পড়ুক অঝোর ধারায়
সমস্ত পিছুটান উপড়ে টেনে তুলে ফেলে
পুষে রাখা অসংখ্য ইচ্ছের বাঁধন খুলে
দু–বাহুতে ভাসাই আমার অসীম আমাকে
দোহাই, আমাকে কেউ ডেকো না!
(শালকিয়া, হাওড়া)

রোমন্থন
আব্দুল হান্নান

আজও মনের মাঝে জেগে আছে
আমার সে গ্রাম
ছিল খোলামেলা ভালোবাসা, সন্ধ্যায়
সারি সারি মানুষ পথের দুধারে
জ্যোৎস্নাভেজা কাব্যে মাটির মায়ায় মুগ্ধ হত ।

আজ সে গ্রাম গ্রামই আছে, আছে সেই
আঁকাবাঁকা বহে যাওয়া পথ, নেই
সেই সারি সারি মানুষের দল
স্বপ্নের ভাষায় উড়ে অদৃশ্যে হাত ধরে
মায়া–মোহ–আত্মীয়তার বন্ধনে ।

এখন দুর্বৃত্ত পদে পদে প্রতিকূলতা
বেঁচে থাকার অনুভূতি নিঃশব্দে খেলা করে
অন্ধ বিশ্বাসে
উন্মুক্ত চেতনার জলে জ্বলে শুষ্ক হাসি ।
(তাঁতীর হাট মোড়, কুলপী, দঃ ২৪ পরগনা)

মশার দাপট
বিক্রমজিত ঘোষ

একটা মশা –
মশাটা কানের পাশে ভনভন করে
কি যেন বলতে চাইছিল,
হয়তো বলছিল –
এই শোন, আমি তোমাকে ভালোবাসি,
একটু কামড়াতে পারি কি ?
মেঘলা দিনে ঝিরঝিরে বর্ষায়
ছাতাটা খুলতেই –
মশাটা পালিয়ে গেল,
বাঁচলাম একটা মশার দাপট থেকে ।
(রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া–৭১১ ১০১)

আকাশ
কাকলি চৌধুরী

আকাশ তোমায়,
আমার দুচোখ দেখতে নাহি পায়
চাঁদটা কোথায় হারিয়ে গেছে অন্ধকারে মেঘের মাঝে
নাকি আমি হারিয়ে গেছি ইমারতের ছায়ায়।

মেঘের পাহাড় দেখেছিলেম, সেই যে কবে বাবার সাথে
সপ্তর্ষি, কালপুরুষের তারার মেলা গহন রাতে
হার মেনেছে জ্যোৎস্না এখন একফালি এই বারান্দাতে
ঢুকতে নাহি পায়।
সঁদুর–মাখা ভোরের আলো পাই না খুঁজে বদ্ধ ঘরে
বন্ধ খাঁচায় স্তব্ধ জীবন প্রাণ পাখিটা গুমরে মরে
সভ্যতারই ঘায়।
আকাশ নামের ছোট শিশু আকাশটাকে দেখলো না তো,
ঘরের ছাদে সাজিয়ে রাখে নকল তারা শত শত
পিছিয়ে পড়ে সভ্যতা যে, হচ্ছে আরও অনুন্নত
এগিয়ে যতই যায় ।
(কলকাতা–৪৮)

আগামী
মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু

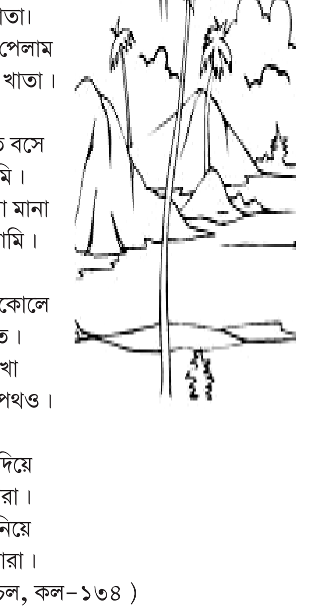

কখন যেন উড়িয়ে দিলো
দমকা হাওয়া হলুদ পাতা।
মাথার কাছে দেখতে পেলাম
আধেক খোলা জীবন খাতা ।

হিসেব নিকেশ করতে বসে
কখন যেন থমকে থামি ।
হারিয়ে গেছে পোষ না মানা
উদ্ধত সেই আগুন আমি ।

ঘুম জড়ানো চোখের কোলে
স্বপ্ন মোড়া গভীর ক্ষত ।
আবার যেন যাচ্ছে দেখা
দিগন্তে ওই আলোর পথও ।

হাওয়ার সাথে পাল্লা দিয়ে
নাড়ছে মাথা নবীন চারা ।
নতুন দিনের ভাবনা নিয়ে
জগতটাকে দেখছে তারা ।
(নীলাচল, কল–১৩৪)

নিমজ্জিত শীতে
নির্মল নিয়োগী

আমার আস্ত মানুষটা শুয়ে আছে
সে ঘুমায় .... দীর্ঘ ঘুম
যখন জাগে
চুম্বন করি তাকে

আমার অবারিত মানুষটা
খুবই প্রাণবন্ত
গন্ধ দেয় গন্ধ নেয়
গান শোনায় গান শুনতে চায়

আমার পূর্ণাঙ্গ মানুষটা
ভালোবাসে শীতকে
শীত মাখে
শীতের উত্তাপ মাখে

আমাদের উত্তাপ
নিমজ্জিত শীতে
অতি অভিনব – অস্ফুট এক
লুকানো সংগীত
(দমদম পার্ক, কল–৫৫)

শিউলী বাড়ি ডাকে
মোহাম্মদ আলী বুলবুল

শীতের পাখি যাচ্ছে উড়ে
ভোরের আলো মেখে
ফুল বাগানে মৌমাছিরা
অবাক হে দ্যাখে
আকাশ পটে সূর্য হাসে
মন ছুঁই ছুঁই মাটি
সকাল বেলা সবুজ ঘাসে
শিশির পরিপাটি
শীত ফসলে মাঠ ভরেছে
ঝরে খুশির আলো
গোলাপ গাঁদা ফুল ফুটেছে
দেখতে লাগে ভালো
রোদের কণা ঝরায় সোনা
নদীর বাঁকে বাঁকে
খেজুর রসে মন মেতেছে
শিউলি বাড়ি ডাকে ।
(আলা, ধনিয়াখালী, হুগলী)

সেই মানুষটি
সনত্ সেন

বালির গর্ভে তাপে উত্তাপে
ফুলে ফেঁপে উঠে আসা সব
ছোলা মটরের দানা
শহরের রাস্তায় গলির মোড়ে
ঘন্টা বাজিয়ে পায়ে পায়ে
নুন ঝালে ভাজা সব ভাজাভুজি
বিক্রি করে একাকী মানুষ
জিহ্বায় দাঁতে পৃথিবীর অভিনব আস্বাদ
দিনান্তের ঠেলাগাড়ী পার করে নিরন্ন আঁধার ।
(পণ্ডিচেরী)

অন্য গদ্য

আহা কি আনন্দ
অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

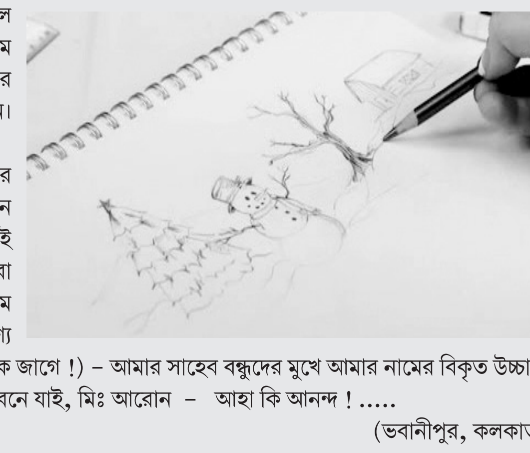

আমার নাম অরুণ। অরুণ নামের মানে হল সূর্যের রথের সারথী। আবার একটি খ্রিস্টান নাম (ইংরাজী নাম) আছে আরোন। আরোন নামের মানেও এক : চ্যারিয়ট ড্রাইভার অব সান। আশ্চর্য্যের না ?

আমার আমন্ত্রণে আমার ইংরেজ জাদুকর বন্ধুরা মাঝে মাঝে কলকাতায় আসেন নানান জাদুকর সম্মেলনে যোগদান করতে। এঁরা সবাই আমাকে 'আরোন' বলেই ডাকেন, কারণ এঁরা কেউই জিভের আড়ষ্টতার জন্য আমার নাম 'অরুণ' উচ্চারণ করতে পারেন না। এতে অবশ্য আমি মনে মনে পুলকিত হই (প্রাণে আমার পুলক জাগে !) – আমার সাহেব বন্ধুদের মুখে আমার নামের বিকৃত উচ্চারণ বারবার শুনতে শুনতে আমি মনে মনে সাহেব বনে যাই, মিঃ আরোন – আহা কি আনন্দ ! .....
(ভবানীপুর, কলকাতা)

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র–৮১১৬৪৮৭০৪৬

একদিনের সিরিজে বিরাট বাহিনীর দাপটে নাজেহাল প্রোটিয়ারা

অরিঞ্জয় মিত্র

দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে ভারতের চাকাটা ঘুরতে শুরু করেছিল গত টেস্ট সিরিজের শেষ টেস্টে। ০–২ পিছিয়ে থাকা বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা শুধু সিরিজে সম্মান রক্ষা করেনি সেই টেস্ট জিতে, বাকি ম্যাচগুলির আগে যে ভরপুর রসদ সংগ্রহ করে তা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন প্রোটিয়ারা। বস্তুত সেই যে মোড় ঘোরানো শুরু তার জের এখনও অব্যাহত পুরোদমে। আর এর মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ওয়ান–ডে সিরিজে ৪–১ হারিয়ে বৃত্তটা ভালোমতো সম্পন্ন করেছে বিরাট কোহলির দল। টেস্ট সিরিজে ১–২ হারের মধুর প্রতিশোধও বটে। সবথেকে বড় কথা একদিনের সিরিজটা যেন আগামী বিশ্বকাপের অ্যাসিড টেস্ট হয়ে উঠেছে পুরো ভারতীয় দলের জন্য। বিরাট কোহলি তো টেস্ট সিরিজ থেকেই তুখোর ফর্মে রয়েছেন। টেস্ট সিরিজে সর্বোচ্চ স্কোরার হওয়ার পর একদিনের সিরিজেও ধরাছোঁয়ার বাইরে বিরাট। বলে বলে সেঞ্চুরি করা যেন অভ্যেসে পরিণত করে ফেলেছেন কোহলি।

বিরাটের সঙ্গে সঙ্গে এই দলে অনেকেই হয়ে উঠেছেন অদম্য। তার মধ্যে দুই ওপেনার শিখর ধাওয়ান ও রোহিত শর্মাও উপর্যুপরি শতরান পেয়ে দারুণ চার্জড হয়ে উঠেছেন। তবে সহজে সিরিজ জিতলেও চতুর্থ ও পঞ্চম একদিনের ম্যাচে মিডল অর্ডার যেভাবে হড়কেছে তা নিঃসন্দেহে চিন্তা বাড়িয়েছে টিম ম্যানেজমেন্টের। এ নিয়ে রবি শাস্ত্রী ও কোহলির মধ্যে আগামীতে অনেক বৈঠক ও জল্পনা যে হবে তাও বেশ বোঝা যাচ্ছে। হার্দিক পাণ্ডিয়া অবশ্য ওয়ান ডে সিরিজে সেভাবে রান না পেলেও দুর্ধর্ষ বোলিং ও ফিল্ডিংয়ের জন্য যথেষ্ট তারিফ কোড়াচ্ছেন। তাছাড়া হার্দিক গত টেস্ট নসিরিজে শতরান পর্যন্ত পেয়েছেন। তার ওপর পাণ্ডিয়ার অলরাউন্ড এবিলিটি ভারতীয় ব্রিগেডের জন্য অনেকটাই আশ্বাসের কারণ। কিন্তু এর পাশাপাশি অজিঙ্কে রাহানে বা মহেন্দ্র সিং ধোনিকে নিয়ে যে গুঞ্জন শুরু হয়েছে তা কিন্তু সহজে থামার নয়। এখন যে মাহিকে মাঠে দেখা যাচ্ছে সে যে আগের ধোনির সিকিভাগও নয় সেটা সাফ বোঝা যাচ্ছে। রিফ্লেক্স অনেকটাই কমেছে ধোনির। এমতাবস্থায় তাঁকে আগামী বিশ্বকাপের বিমানে উঠতে দেখা যাবে কি না তা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে চারিদিকে। ধোনি যদি পরিস্থিতি বুঝে এই অবস্থায় সরে যান তবে মনে হয় সব থেকে যোগ্য বিচার হবে তার প্রতিভার প্রতি। না হলে ধোনিকে বাদ দেওয়া দেখতে মনের গভীরে একটা বেদনা তো দানা বাঁধতে বাধ্য। হাজার হোক ২৮ বছর পর দেশকে আরেকটা বিশ্বকাপ এনে দেওয়া যে মাহির নেতৃত্বেই ঘটেছে তা তো আর অস্বীকার করা যাবে না। আইয়ার ছেলেটি ভবিষ্যতে মিডল অর্ডারে অপরিহার্য হয়ে ওঠার নমুনা দেখাচ্ছেন। প্রতিযোগিতায় থাকবে আরও বেশ কয়েকজন।

বোলিংয়ে যে রিস্ট স্পিনিংয়ের ভেলকি চলছে তা আগামী বিশ্বকাপে ভারতের পক্ষে তুরুপের তাস হয়ে উঠতে পারে। কুলদীপ যাদব ও যজবেন্দ্র চহ্বাল এক্ষেত্রে বিরাট–রবির বড় বেট। কিছুদিন আগেও ভারতীয় স্পিন বোলিংয়ে তরুণ তুর্কী হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্র জাদেজা ও রবিচন্দ্রন অশ্বিন। বলাবাহুল্য, এই দুই রবি এখন টিম ম্যানেজার রবির নকশার ধারেকাছে পর্যন্ত নেই। রবীন্দ্র জাদেজা ও রবিচন্দ্রন অশ্বিন শুধু যে বোলিংটা করতেন তা নয়, নিয়ম করে রানও পেতেন ব্যাট হাতে। সেই দুই বোলার–অলরাউন্ডারকে দলের যাবতীয় ভাবনাচিন্তার বাইরে ছিটকে দেওয়া তো আর মামুলি ব্যাপার নয়। সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে চহ্বাল ও যাদবের ম্যাজিক বোলিং। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটসম্যানরা যেভাবে নাকানিচোবানি খাচ্ছেন এদের বল বুঝতে তাতে অজি, কিউই ও ইংরেজদেরও যে প্রভূত সমস্যা হবে তা এখন থেকেই বোঝা যাচ্ছে। এরা ছাড়া পেস অ্যাটাকের ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে ভারতীয়রা আলাদা জায়গা করে নিয়েছেন গোটা দুনিয়ায়। তার মধ্যে ভুবনেশ্বর কুমার আবার সবার ওপরে। অসাধারণ সুইং বোলিংয়ে যে কোনও ম্যাচের রঙ বদলে দিতে পারেন ভুবি। এর সঙ্গে সামি, বুমারহ, ইশান্তরা তো আছেনই।

টেস্ট সিরিজে ১–২ হারের বদলা নিতে ওয়ান ডে সিরিজে প্রোটিয়াদের হোয়াইট ওয়াশ করতে চাইছিল টিম ইন্ডিয়া। সেই লক্ষ্যে প্রথম ৩টি ম্যাচ জিতে ৩–০ করেও ফেলেছিল বিরাট বাহিনী। কিন্তু বৃষ্টি এসেই সেখানে হঠাৎ বাধ সাধল। যার জন্য অন্তত একটা ম্যাচ জিতে কিছুটা স্বান্তনা পেয়েছে আফ্রিকানরা। শেষ ম্যাচ জিতে তাই সিরিজ ৫–১ করতে মরিয়া ভারতীয় দল। আশা করা যায় ভারতীয়দের সামনে ফের একবার মুখ থুবড়ে পড়বে প্রোটিয়াদের যাবতীয় প্রতিরোধ।

ম্যারাথন দৌড় এবং সাইকেল র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'নির্মল বীরভূম'–এর উদ্দেশ্যে ১০ ফেব্রুয়ারি বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ি, মুরারই,ম হকুমাশহর রামপুরহাট,বোলপুরে অনুষ্ঠিত হলো ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা। সিউড়িতে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক,পুলিশ সুপার। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ এবং সারাভারত জনবিজ্ঞান নেটওয়ার্কের আহ্বানে 'সবার দেশ আমাদের দেশ' কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে জেলায় জেলায় সাইকেল র‍্যালি – 'র‍্যালি ফর সায়েন্স' সংগঠিত হয়। মাড়গ্রাম থেকে শুরু হয়েছিলো সাইকেল র‍্যালি। দুবরাজপুর সারদ্ধেশ্বরী মাঠের সাংস্কৃতিক মঞ্চে উদ্বোধনী সঙ্গীত,বক্তৃতা,শিক্ষক শুভাশিস গড়াইয়ের নেতৃত্বে কুসংস্কারবিরোধী অনুষ্ঠান 'হাতে কলমে' প্রদর্শিত হয়। সিউড়ি ইয়ং নাট্য সংস্থার 'ফল' নাটক মঞ্চস্থ হয়। উপস্থিত ছিলেন মায়া দত্তসাধু, শুভাশিস গড়াই,দেবাশিস পাল। সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। প্রথমে ট্যাবলো পরে সাইকেল নিয়ে সুসজ্জিত র‍্যালি করে পাচঁড়া পৌছায়। দুপুরে পাচড়ায় খাওয়াদাওয়া হয়। চিনপাই উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে রাজিবুল হক মন্ডল,এমডি জাহির আক্তার,মোহিনী দোলাই,দীপকুমার দাস,অজয় দাস সাইকেল র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেছিলো। পাঁচড়া থেকে পান্ডবেশ্বর,বর্ধমান হয়ে সাইকেল র‍্যালি ২৮শে জানুয়ারি কলকাতার রানী রাসমনি অ্যাভিনিউতে সমাপ্ত হয়।

রামপুরহাটে সংবর্ধিত জেসমিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১–৪ঠা ফেব্রুয়ারি আলিপুরদুয়ারে অনুষ্ঠিত বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত নেতাজি সুভাষ রাজ্যস্তরের সাইক্লিং প্রতিযোগিতায় মাস–স্টার্ট ইভেন্টে ৩০ কিলোমিটারে দ্বিতীয় হয় ভেলিয়ান গ্রামের জেসমিনা খাতুন। ৬ই ফেব্রুয়ারি দুপুর ৩ টে নাগাদ রামপুরহাট আইএনটিইউসি –র পক্ষ থেকে জেসমিনা খাতুনকে রামপুরহাট রেল স্টেশনে ফুল দিয়ে এবং মিষ্টি খাইয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন আইএনটিইউসি সভাপতি অতুলচন্দ্র দাস,বরকতউল্লা সাহেব, শহর সম্পাদক শাহাজাদা হোসেন (কিনু)। প্রথমে শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন জানানোর পর কেমন লাগছে – এই প্রশ্ন করা হলে ফোনে জেসমিনা খাতুন বলে, 'খুব ভালো লাগছে।' আগামী ৪ঠা মার্চ কলকাতা সাইসেন্টার মাঠে রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে বলে জানায় জেসমিনা।

রাঙামাটি কাপে হুগলি জেলার জয়জয়কার

রিম্পি ঘোষ: সম্প্রতি জাপান শটোকান কানিনজুকো ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের বীরভুম জেলার শাখা সাঁইথিয়াতে 'রাঙামাটি কাপ' নামক এক আমন্ত্রণমূলক ক্যারাটে প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। হুগলী, বীরভূম, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলা থেকে প্রায় ২০০ জন ছাত্র – ছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় সাব – জুনিয়র, জুনিয়র, ক্যাডেট ও সিনিয়র বিভাগে অংশগ্রহণ করেন। সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের হুগলি জেলার শাখার প্রতিযোগীরা প্রায় ১০ টি সোনা, ৩ টি রূপো ও ১ টি ব্রোঞ্জ পদক জেতে।

দক্ষিণপূর্ব রেলের বডি বিল্ডিং

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৮ থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ দক্ষিণপূর্ব রেল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন গার্ডেনরিচের মূল কার্যালয় আয়োজন করেছিল তাদের ৩২তম বডি বিল্ডিং প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে যথাক্রমে পিরামবুরের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি এবং কেন্দ্রীয় রেল। প্রথম স্থান অধিকার করেছে দক্ষিণ পূর্বরেল উল্লেখ্য, গত ৫ বছর ধরেই তারা প্রথম স্থান অধিকার করে আসছে। দক্ষিণপূর্ব রেলের তরফে স্বর্ণপদক বিজয়ীরা হলেন জগৎজ্যোতি চক্রবর্তী, অশ্বিন শেট্টি, এন সার্বসিং, জাবেদ আলি খাঁন এবং রাম নিয়াস। জাবেদ আলি খাঁন সেরার সেরা খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। এই প্রতিযোগিতায় ১০২ জন বডি বিল্ডার্স অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন রেলের বিভাগ যেমন, দক্ষিণপূর্ব রেল, উত্তর রেল, দক্ষিণ রেল, ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি, দক্ষিণ পশ্চিম রেল, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল, দক্ষিণপূর্ব কেন্দ্র রেল, কেন্দ্রীয় রেল, পশ্চিম রেল, দক্ষিণ কেন্দ্রীয় রেল, রেলওয়ে বোর্ড এবং উৎপাদন ক্ষেত্র। ১০ ফেব্রুয়ারি বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণপূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার এসএন আগরওয়াল সহ অন্যান্যরা। এছাড়া ১২ তারিখ দক্ষিণপূর্ব রেলের তরফ থেকে জেনারেল ম্যানেজার স্বর্ণপদক জয়ী এবং জয়ীদের সংবর্ধনা জানান উৎসাহিত করার জন্য।

চন্দননগর ভেটারেন্স স্পোর্টিংয়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : চন্দননগর ভেটারেন্স স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত রজত জয়ন্তী বর্ষে নৃত্যগোপাল স্মৃতি মন্দির পাঠাগার হলে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রবিবার অনুষ্ঠিত হল। এদিন মূলপর্বে ছিল গান ও আবৃত্তি। মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয় শিল্পী কুমকুম সিনহার উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানে ক্রীড়া জগতের এক ঝাঁক তারকা উপস্থিত ছিলেন। তবে একসময় ময়দান কাঁপানোদের বয়সের ভারে বর্তমানে অনেককেই চেনা যাচ্ছিল না। এদিন বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে ছিলেন এশিয়ান অ্যাথলেটও কোচ মনোরঞ্জন পোড়েল। এছাড়া অতীত দিনের গড়ের মাঠে দিকপাল ফুটবলাররা হাজির ছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রাক্তন তিন তিন প্রাধানের খেলা '৮০ দশকের কৃষ্ণগোপাল চৌধুরী, গোপীনাথ দাস, রণজিৎ চ্যাটার্জী, তপন কর (হালি), স্বপন সাহা রায়। যদিও দীর্ঘদিন মোহনবাগানে খেলা মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী শারীরিক অসুস্থতা থাকার দরুণ আসেননি। এদিন কৃষ্ণগোপালের অসাধারণ গান সন্ধ্যার পরিপূর্ণ আবেশ এনে দেয়। ইতিমধ্যেই তাঁর গানের সিডি ও ডিভিডি অ্যালবাম প্রকাশিত হয়েছে। সংস্থার তরফে এ বছর ৮ জন জাতীয় ও এশিয়ান পর্যায় অ্যাথলিটকে সম্মানিত করল। এঁদের মধ্যে সদ্য মহিলা ভেটারেন্স অ্যাথলিট সরিতা মিত্র বাংলাদেশ থেকে গোল্ড পদক পান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠ সঞ্চালনায় ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক অসীম কুমার নিয়োগী।

সারা বাংলা যোগ প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮, বজবজ পুরসভার অন্তর্গত কলিপুর হাই স্কুলের ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হল সারা বাংলা যোগ কমপিটিশন। সকাল ১০টায় শুরু হয় পথ পরিক্রমা। ছাত্রছাত্রী অভিভাবক সহ এলাকার বিশিষ্ট গুণীজনেরও যোগ প্রচারের পদযাত্রায় অংশ নেন। ১১টায় শুরু হয় অতিথি বরণ ও সংক্ষিপ্ত স্বাগত ভাষণ। মঞ্চে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শিল্পোদ্যোগী জগন্নাথ গুপ্তা ও মিসেস গুপ্তা, বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান শ্রীমতী ফুলু দে, ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত। পুজালি পুরসভার চেয়ারম্যান রীতা পাল। এলাকার বর্ষীয়ান ফুটবল খেলোয়াড় সুকুমার খাঁন, বজবজ ১ নম্বর সমিতির সভাপতি নিত্যানন্দ বর্মন, অল ইন্ডিয়া যোগ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অনিল পাল, জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সঙ্ঘের দক্ষিণ ২৪ পরগনার সভাপতি ও সম্পাদক অনিল নস্কর ও দেবনাথ সর্বাধিকারী এবং আলিপুর বার্তার বিশিষ্ট সাংবাদিক নির্মল গোস্বামী মহাশয়। প্রত্যেকেই বলেন যে যোগের কার্যকারিতা আজ বিশ্ব আঙিনায় স্বীকৃত। এই এলাকায় যার উদ্যোগে ২৪ বছর ধরে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেই প্রশিক্ষক গৌতম খাঁড়া মহাশয়ের প্রশংসা করেন। প্রত্যেকেই এই অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতা যাতে বজায় থাকে তার জন্য বেশি মানুষের সহযোগিতা আহ্বান করেন। পশ্চিমবঙ্গে বাংলার প্রায় ছটি জেলা থেকে বিভিন্ন। বিদ্যালয় ও যোগ শিক্ষাকেন্দ্র থেকে প্রায় ৩০০ প্রতিযোগী অংশ নেয়। অনেকেই আগের দিনে এসেছে। তাদের প্রত্যেকের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

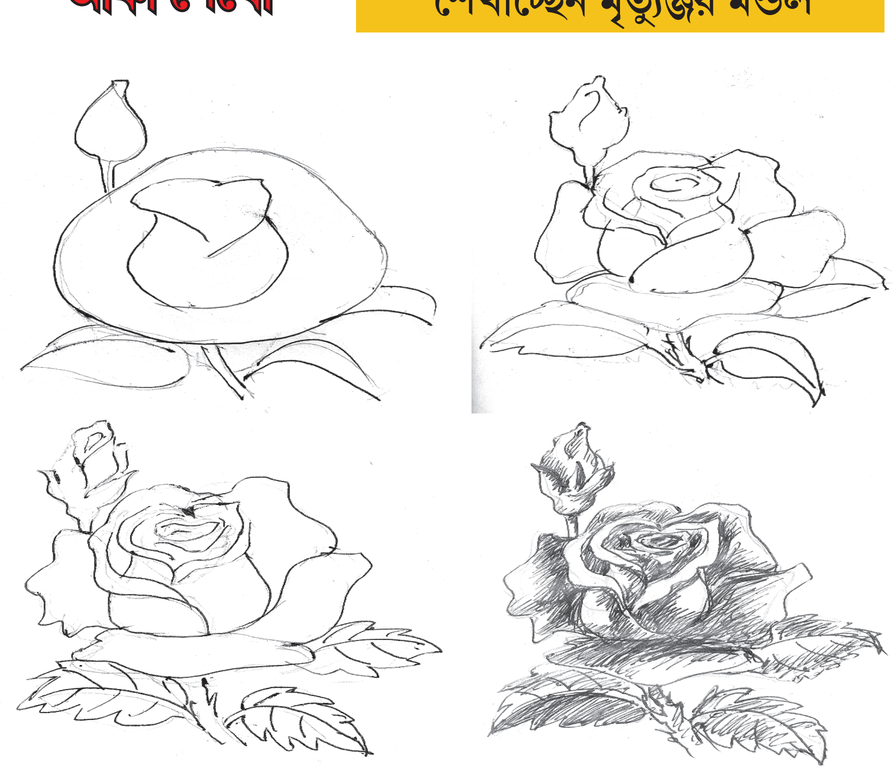

ভালো ছেলে

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

অফিস থেকে ফিরতে না ফিরতেই শিপ্রার নালিশ, মিষ্টুটা দুপুরে পড়াশোনা করেনি। কৌশিক জামা খুলতে খুলতে ডাকে, এই মিষ্টু শুনে যা। মিষ্টু বাবার সামনে এসে দাঁড়ালো, হাত দুটো পিছনে রেখে। – কী লুকোচ্ছিস রে?

ছবিটা দেখে কৌশিক বিস্মিত, কোথায় পেলি এটা? – এঁকেছি। – তুই? বাঃ, বেশ ভালো হয়েছে তো! ও হ্যাঁ, ওই শতকরার অঙ্কগুলো করেছিস? – হ্যাঁ বাবা।

চায়ের টেবিলে শিপ্রার ক্ষোভ, ওকে তুমি কিছু বললে না কেন? –কেন বোঝো না শিপ্রা, শুধু পড়াশোনা নিয়ে থাকলেই হবে? সব কিছুই তো শিখতে হবে?

–জানো? ওদের ক্লাসের ঋতম অঙ্কে পেয়েছে ৯৫, আর মিষ্টু পেয়েছে মাত্র ৭৫, এভাবে প্রশ্রয় দিও না ওকে!

* * *

বারো বছর পর। মানস আর ঋতম দু'জনেই এম টেক করেছে। বরাবরই ভালো রেজাল্ট ঋতমের। মানসও ভালো, তবে ঋতমের মত বেশি নম্বর পায় নি কখনো। ডক্টরেটের উদ্দেশ্যে দু'জনেই লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে চেষ্টা করছে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার সুযোগ মানসই পেল।

বিস্মিত শিপ্রাকে কৌশিক জানাল, আমাদের মিষ্টু ঋতমের থেকে কম নম্বর পেলেও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচারে বৃহত্তর জগতে সব রকম পরিস্থিতিতে মানিয়ে চলার ক্ষমতা রাখে মিষ্টুই। জান, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ঋতমের কাছে জানতে চেয়েছিল, ও কালকেই রওনা দিতে পারবে কিনা। ঋতম বলেছিল, বাবাকে জিজ্ঞাসা করে জানাব। আর মিষ্টু বলেছিল, পারব। সঙ্গে সঙ্গে ওরা মিষ্টুকে জানিয়েছে, দেন প্লিজ প্রসিড!

আসছে...

অরিন্দম আচার্যর থানা থেকে বলছি

উন্মোচন হবে ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ● স্থান উত্তম মঞ্চ

উন্মোচন করবেন ড. জয়ন্ত চৌধুরী, রাজ্যশ্রী চৌধুরী, ড. দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব গুহ, ড. দীপককুমার বড়পণ্ডা, নিকোল উইলিয়মস, হেনরিট উইলিয়মস। এছাড়াও প্রধান অতিথি রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। থাকছেন অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত।

বইটি নিকটবর্তী ষ্টলে পাওয়া যাবে

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com